রাঁচি, মঙ্গলবার
25:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>193 >>11 Boisakh 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৯৩ >><< ১১ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

'বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মিলে মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করতে চায়': চীন

বেইজিং : রাশিয়া ও ফ্রান্সকে চাঁদের নমুনা উপহার দিয়েছে চীন। এ প্রসঙ্গে সোমবার বেইজিংয়ে নিয়মিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, চীন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মহাকাশ অনুসন্ধান ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সহযোগিতা জোরদার করতে চায়। মাও নিং বলেন, স্পেস অনুসন্ধান ও ব্যবহারে সব দেশের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য থাকতে হবে। এটি স্পেস অনুসন্ধানের প্রকাশ্য নীতি। চাঁদের নমুনা শেয়ার এবং এ নিয়ে যৌথভাবে গবেষণা করা হলে চাঁদের গঠন এবং বিবর্তন নিয়ে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণা ফলপ্রসূ হবে। তিনি বলেন, চীনের জাতীয় মহাকাশ ব্যুরো জানিয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ চীন সফরকালে ফ্রান্সকে ১.৫ গ্রাম চাঁদের নমুনা দিয়েছে চীন। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের চীন সফরের সময় রাশিয়াকে ১.৫ গ্রাম চাঁদের নমুনা উপহার দিয়েছে চীন। চলতি বছরের মার্চ মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং রাশিয়া সফরে গেলে চীনকে ১.৫ গ্রাম চাঁদের নমুনা উপহার দিয়েছে রাশিয়া। ফ্রান্স ও রাশিয়াকে দেওয়া নমুনা ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের ছাংএ৫ মহাকাশযান চাঁদ থেকে এনেছিল। মাও নিং আরও বলেন, এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও সুইডেনসহ নানা দেশের বিজ্ঞানীরা চীনের চাঁদের নমুনা সংক্রান্ত গবেষণায় অংশ নিয়েছেন। চীন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতি অর্জনে আরও বড় ভূমিকা রাখতে চায়।

বাজার দর

SENSEX : 60056.10 +401.04
NIFTY : 17743.40 +119.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
33.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.13 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.20 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

মিয়ানমার সফরে বান কি মুন

ইয়াংগুন : রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জর্জরিত মিয়ানমার সফরে গেছেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন। তবে তাঁর সফর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ তথ্য জানায়। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসে জান্তা সরকার। এর ফলে সৃষ্ট সংকটের অবসানের লক্ষ্যে যেসব কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, তা স্থবির হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে ভিন্নমতের ওপর নৃশংস দমনপীড়নের কারণে আন্তর্জাতিক সমালোচনাও জান্তা সরকার উপেক্ষা করে চলেছ। এ ছাড়া বিরোধীদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনায় বসতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে জান্তা সরকার। বান কি মুন আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনেতাদের 'দ্য এল্ডারস' গ্রুপের সদস্য। এই গ্রুপ শান্তি প্রচার ও সংঘাত নিরসনে কাজ করে। মিয়ানমারে রাষ্ট্র পরিচালিত গ্লোব নিউ লাইন পত্রিকার খবরে বলা হয়, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় বান কি মুন ও তাঁর দল উড়োজাহাজে করে নেপিডোতে পৌঁছান। পত্রিকাটি জানায়, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক উপমন্ত্রীরা তাঁর (বান কি মুন) সঙ্গে দেখা করেছেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেনি। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বুলেটিনে দেখানো হয়, বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর ক্যামেরার দিকে লক্ষ্য করে বান কি মুন হাত নাড়েন। এ সময় তাঁর সঙ্গে অনেক কর্মকর্তা ছিলেন। জাতিসংঘের মহাসচিব থাকাকালে বান কি মুন বেশ কয়েকবার মিয়ানমার সফর করেছেন। সেই সয়মগুলোতে জেনারেলদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা সফলও হয়েছিল। ২০০৯ সালে তিনি মিয়ানমারে এসেছিলেন অং সান সু চির মুক্তির বিষয়ে। ওই সময় তিনি তৎকালীন জান্তা প্রধান থান সুয়ের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু জেনারেল তাঁকে (বান কি মুন) সু চির সঙ্গে দেখা করতে দেননি। ২০১৬ সালে সু চি কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং মিয়ানমারের কার্যত (ডি ফ্যাক্টো) বেসামরিক শাসক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। সুচিকে দেশটির জাতিগত বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ঐক্যমতের কথা জানান দিতে তিনি ২০১৬ সালে আবার মিয়ানমার সফরে যান। ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সু চি আবার গ্রেপ্তার হন। এতে মিয়ানমার আবার টালমাটাল হয়ে ওঠে এবং অর্থনীতির পতন ঘটে। মিয়ানমার বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ দূত নোলিন হেইজার গত বছরের আগস্টে দেশটিতে সফরের সময় সু চির সঙ্গে বৈঠকের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি। এরপর তিনি জানান, যত দিন না তাঁকে শান্তিতে নোবেলজয়ী সু চির সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে, তত দিন তিনি আর মিয়ানমার সফর করবেন না। গত ডিসেম্বরে বেশ কয়েকবার রুদ্ধদার আদালতে সু চির বিচার হয়। সেখানে তাঁকে মোট ৩৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

স্কটল্যান্ডে বিক্রি হচ্ছে জনমানবহীন দ্বীপ, দাম ২ কোটি টাকা

স্কটল্যান্ড : স্কটল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি জনমানবহীন দ্বীপ বারলোক্কো। দ্বীপটি বিক্রি করে দিতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এর দাম ধরা হয়েছে ২ কোটি টাকার (১ লাখ ৯০ হাজার ডলার) মতো।

মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, বারলোক্কো দ্বীপটির মধ্যে একটি পুকুর রয়েছে, যেখান থেকে শীতের মৌসুমে বিভিন্ন পশুপাখি ও গবাদিপশু জল পান করে। এখানে একটি পাথুরে সৈকত রয়েছে, যেখানে হেঁটে বা নৌকায় করে যাওয়া যায়। দ্বীপটি বিক্রির দায়িত্বে রয়েছে অ্যারন এডগার অব গালবারিথ গ্রুপ। তাদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্কটল্যান্ডে একটি ব্যক্তিগত দ্বীপের মালিক হতে অনেকের রোমান্টিক অনুভূতি কাজ করবে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা কাটিয়ে এখানে শান্তি ও নীরবতার খোঁজে ছোটার সুযোগ রয়েছে। কারণ, দ্বীপটির আশপাশে রয়েছে অসাধারণ সৌন্দর্য।

দ্বীপটির ছয় মাইলের মধ্যে বড় কোনো শহর নেই। নিকটতম রেলস্টেশনে যেতে সড়কপথে এক ঘণ্টা সময় লাগে। লন্ডন শহর এখান থেকে ৩৫০ মাইল দূরে।

দ্বীপটির আকার ২৫ একর। এটি ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা। এখান থেকে আশপাশের সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক পাখির দেখা মেলে। দ্বীপে এখন পর্যন্ত কোনো বসতি বা ভবন নেই। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এখানে ভবন তৈরি করা যাবে।

অবশ্য দ্বীপটি বিভিন্ন বণ্যপ্রাণীর আবাসস্থল। এর মধ্য সিগাল অন্যতম। এখানে দুর্লভ কিছু অর্কিডও পাওয়া যায়। বিক্রির সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলো আশা করছে, দ্বীপটি কেনার জন্য অনেকে আগ্রহ দেখাবেন। ইতিমধ্যে দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ক্রেতা দ্বীপটি কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

সামরিক খাতে খরচ বেড়েছে ইউরোপের, বিশ্বের খরচেও রেকর্ড

স্টকহোম : ইউরোপজুড়ে ২০২২ সালে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ রেকর্ড পর্যায়ে বেড়েছে। স্নায়ুযুদ্ধপরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে সামরিক ব্যয় এতটা বাড়তে দেখা যায়নি। এ ছাড়া টানা অষ্টমবারের মতো বিশ্বের মোট সামরিক খরচের পরিমাণও রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপ্রি) প্রকাশিত নতুন প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ইউরোপের দেশগুলো তাদের সামরিক বাহিনীর জন্য ১৩ শতাংশ বেশি খরচ করেছে। আর ওই বছরটির (২০২২) প্রায় পুরোটা জুড়েই রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ চলেছে।

সিপ্রির প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর শুধু ইউক্রেনেই সামরিক খরচের পরিমাণ সাত গুণ বেড়ে ৪ হাজার ৪০০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা দেশটির জিডিপির এক তৃতীয়াংশ। এর পাশাপাশি দেশটি অন্যান্য দেশ থেকে শতকোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রসহায়তা পেয়েছে।

একই সময়ে রাশিয়ার খরচ ৯ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। সিপ্রির এ গবেষণাকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষক নান টিয়ান বলেন, যুদ্ধরত ইউক্রেন ও রাশিয়াকে বাদ দিয়ে হিসাব করলেও দেখা যাচ্ছে ইউরোপের খরচ অনেক বেড়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে ইউরোপে সামরিক খাতে ৪৮ হাজার কোটি ডলার খরচ হয়েছে। গত দশকের তুলনায় মহাদেশটিতে খরচের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ বেড়েছে। আগামী দশকেও এ প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে কিংবা বাড়তে পারে।

টিয়ান বলেন, ইউরোপে ২০২২ সালে যে পরিমাণ সামরিক ব্যয় হয়েছে, সে একই রকমের ব্যয় আরও কয়েক বছর ধরে হতে পারে। ইউরোপে সামরিক খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বের মোট সামরিক খরচের পরিমাণও বেড়েছে। ২০২২ সালে বিশ্বে ২ দশমিক ২৪ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে, যা বিশ্বের জিডিপির ২ দশমিক ২ শতাংশ।

২০২২ সালে বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ৩৯ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন। দেশটির খরচ বিশ্বের মোট সামরিক খরচের ১৩ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের অর্ধেকের বেশি এ দুটি দেশে হয়। এ ছাড়া গত বছর সামরিক খাতে বিশ্বের মোট খরচের ৩ দশমিক ৯ শতাংশ রাশিয়ায়, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ভারতে এবং ৩ দশমিক ৩ শতাংশ সৌদি আরবে হয়েছে। জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও অস্ট্রেলিয়াতেও সামরিক খাতে খরচ বাড়ার প্রবণতা দেখা গেছে।

সুদান থেকে ভারতীয়, বাংলাদেশিদের সরালো সৌদি আরব

রিয়াদ : কিছু ভারতীয় ও বাংলাদেশিকে সুদানের বাইরে নিয়ে এল সৌদি আরব। বহু দেশ তাদের কূটনীতিকদের সরিয়ে নিচ্ছে। মার্কিন দূতাবাস বন্ধ।

খার্তুমসহ সুদান জুড়ে সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতাদখলের জন্য প্রবল লড়াই চলছে। শহরের অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ নেই। পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। সমানে গোলাগুলি চলছে। এই পরিস্থিতিতে দূতাবাসকর্মী ও নাগরিকদের সুদান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করলো অনেকগুলি দেশ। সৌদি আরব তাদের নাগরিকদের পাশাপাশি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের কিছু মানুষকেও সুদানের বাইরে নিয়ে এসেছে। জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য তাদের কূটনীতিকদের সরিয়ে নিয়ে গেছে।

সৌদি আরব ১৫৭ জন মানুষকে খার্তুম থেকে সরিয়ে এনেছে। তার মধ্যে ৯১ জন সৌদি নাগরিক। বাকি ৬৬ জন ভারতীয়, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও অন্য দেশের নাগরিক। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ভারতীয়দের সুদান থেকে নিয়ে আসার জন্য সৌদি আরবের সাহায্য চেয়েছিলেন। ফ্রান্স, ইটালি, স্পেনও রোববার থেকে তাদের দূতাবাসের কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেছে। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা প্রায় একশজনকে সুদান থেকে নিয়ে এসেছেন। খার্তুমে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্যও তাদের কূটনীতিক ও নাগরিকদের খার্তুম থেকে বিমানে করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন। বাকি নাগরিকদের বাইরে আনার কাজ চলছে। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেদেশের সেনা খার্তুমে কূটনীতিক ও নাগরিকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই উদ্ধারকাজের বিষয়টি দেখছেন। বলা হয়েছে, যত বেশি সম্ভব নাগরিককে খার্তুমের বাইরে নিয়ে আসাই এখন প্রথম লক্ষ্য। সংবাদসংস্থা ডিপিএ জানিয়েছে, জার্মানির বিমান ইতিমধ্যেই সুদান থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে। বিল্ড জানিয়েছে, বিমানে একশজন মতো জার্মান আছেন। বিমানটি প্রথমে জর্ডন গেছে। আরও দুইটি বিমান উদ্ধারের জন্য তৈরি আছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ জানিয়েছেন, রোববার একটি ফরাসি বিমান ফ্রান্সের নাগরিক ও অন্যদের নিয়ে সুদান ছেড়েছে। সেই বিমানে কিছু ডাচ নাগরিকও আছেন। ইটালি ও স্পেনও উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে। স্পেন তাদের দেশের নাগরিকদের ছাড়াও আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, পোল্যান্ড, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলার নাগরিকদেরও সুদান থেকে বের করে আনছে। কানাডাও তাদের কূটনাতিকদের সরিয়ে আনছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, বিমানবাহিনীর দুইটি সি১৩০এস বিমান জেড্ডায় রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে আইএনএস সুমেধাও পোর্ট সুদানে পৌঁছে গেছে। সুদান থেকে তারা ভারতীয়দের উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, ভারত এই জটিল পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। ভারতীয়দের নিরাপদে বাইরে আনার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এর মধ্যে সৌদি আরব ছাড়াও আমিরাত, মিশর, অ্যামেরিকা আছে।

বৈঠক

আমাদের প্রতিরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না

দক্ষিণ কোরিয়া কেন পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে চাইছে

সিউল : দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের ভূগর্ভের একটি রেস্তোরাঁর গোপন কক্ষে বৈঠক চলছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একদল শীর্ষ নেতা সেখানে গোপন মধ্যাহ্নভোজের ফাঁকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সারছেন। তাঁদের মধ্যে রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, সামরিক বাহিনীর সদস্য থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের পরিচয় প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কারণ, বিষয়টি খুব স্পর্শকাতর। দেশটির পারমাণবিক নীতিনির্ধারণী ফোরামের প্রথম বৈঠক এটি। মধ্যাহ্নভোজের এই আলোচনাতেই তাঁরা উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করছেন। তাঁদের পরিকল্পনায় রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির বিষয়টি।

বেশ কিছুদিন ধরেই দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। গত মাস থেকেই এ খবর মূলধারায় আসতে শুরু করে। সম্প্রতি দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন সুকইউল এক প্রতিরক্ষা সম্মেলনে পারমাণবিক কর্মসূচির পথে হাঁটার সম্ভাবনার বিষয়টি তুলে ধরেন। বিশ্বে সাম্প্রতিক সময়ে তিনিই প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট, যিনি বিষয়টি আলোচনার টেবিলে আনলেন। এখন প্রতিদিনই সংবাদপত্রগুলোয় এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। দেশটির এক তৃতীয়াংশ মানুষ তাঁর এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ প্রতিবেশী উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন আগামী বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে সাহায্যের অনুরোধ নিয়ে হোয়াইট হাউস সফরে যাচ্ছেন। এর আগে ১৯৭০ সালে একবার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ধারণা নিয়ে এগিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। ওই সময় গোপনে কর্মসূচি শুরু করেছিল দেশটি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি টের পাওয়ার পর তাদের সতর্ক করে দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দিয়ে বলা হয়, সিউলকে সুরক্ষায় তারা এগিয়ে আসবে। সিউলকে তাদের কর্মসূচি ত্যাগ করতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন সমর্থন বেছে নেয়। তখন থেকেই দেশটিতে হাজারো মার্কিন সেনার উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এর পর থেকে বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে নাটকীয় বদল এসেছে। উত্তর কোরিয়া আরও উন্নত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে। তাদের অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো শহরে আঘাত হানতে সক্ষম। মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, দক্ষিণ কোরিয়ার সুরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র কি এখনো এগিয়ে আসবে?

দক্ষিণ কোরিয়ার নেতারা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। তাঁদের আশঙ্কা, উত্তর কোরীয় নেতা কিম জংউন দক্ষিণ কোরিয়ায় হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্রকে মাথা ঘামাতে হবে। তখন কিম যুক্তরাষ্ট্রকে পারমাণবিক হামলার হুমকি দিতে পারেন। এ পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটন কী করবে? তারা কি সিউলকে রক্ষায় নিজেদের ঝুঁকিতে ফেলবে? দক্ষিণ কোরিয়ার নেতারা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র এ ঝুঁকি নেবে না। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে মধ্যাহ্নভোজের আলোচনায় নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কথা আলোচনা করছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষমতাসীন পিপল পাওয়ার পার্টি ও দেশটির পরমাণুনীতি ফোরামের সদস্য চইজি ইয়াং বলেন, 'অন্য দেশ আমাদের সুরক্ষা দেবে, এটা ভাবা অযৌক্তিক। এটা আমাদের সমস্যা ও সমাধানের দায়িত্ব আমাদের।' ফোরামের চেয়ারম্যান ও গবেষক চিওং সংচ্যাং তাঁদের পরিকল্পনার বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এরপর যদি উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালায়, তবে সিউল পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) থেকে বেরিয়ে যাবে। পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে কিম যদি নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির বিষয়ে আলোচনায় না বসেন, তবে দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের অস্ত্র তৈরির কর্মসূচি শুরু করবে। এতে কোরিয়া উপদ্বীপে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা কমবে। দক্ষিণ কোরিয়া পাল্টা আক্রমণ করবে জানলে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম আর হামলা করার সাহস পাবেন না।

তবে মার্কিন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ৩৮ নর্থের বিশ্লেষক জেনি টাউন দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্লেষকদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করলেই উত্তর কোরিয়া চুপ থাকবে, এমন ধারণা ঠিক নয়। বেশি বেশি পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বকে পারমাণবিক লড়াই থেকে সুরক্ষিত রাখবে না। তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের কথা বলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে পারমাণবিক সক্ষমতার অস্ত্র থাকুক, যুক্তরাষ্ট্র তা চায় না। তবে দক্ষিণ কোরিয়াকে উচ্চাভিলাষী হতে বাধ্য করেছে যুক্তরাষ্ট্রই। ২০১৬ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়াকে নিজের মতো করে ছুটতে দেন। তিনি সিউলকে হুমকি দিয়ে বলেন, যে মার্কিন সেনারা তাদের সুরক্ষা দিচ্ছেন, সে জন্য তাদের অর্থ পরিশোধ করা উচিত। তা না হলে যুক্তরাষ্ট্র সেনাদের সরিয়ে নেবে। দেশটির জনগণের মধ্যে এর পর থেকেই উদ্বেগ বেড়েছে। মার্কিন প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তাদের মধ্যে সন্দেহসংশয় বাড়তে শুরু করেছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে ৩১ বছর বয়সী কু সুংউক নামের এক তরুণ বলেন, 'আমাদের প্রতিরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। এটা এখন জরুরি পরিস্থিতির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চিন্তার বিষয় কেবল উত্তর কোরিয়া নয়, সঙ্গে চীনও রয়েছে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োজন।'

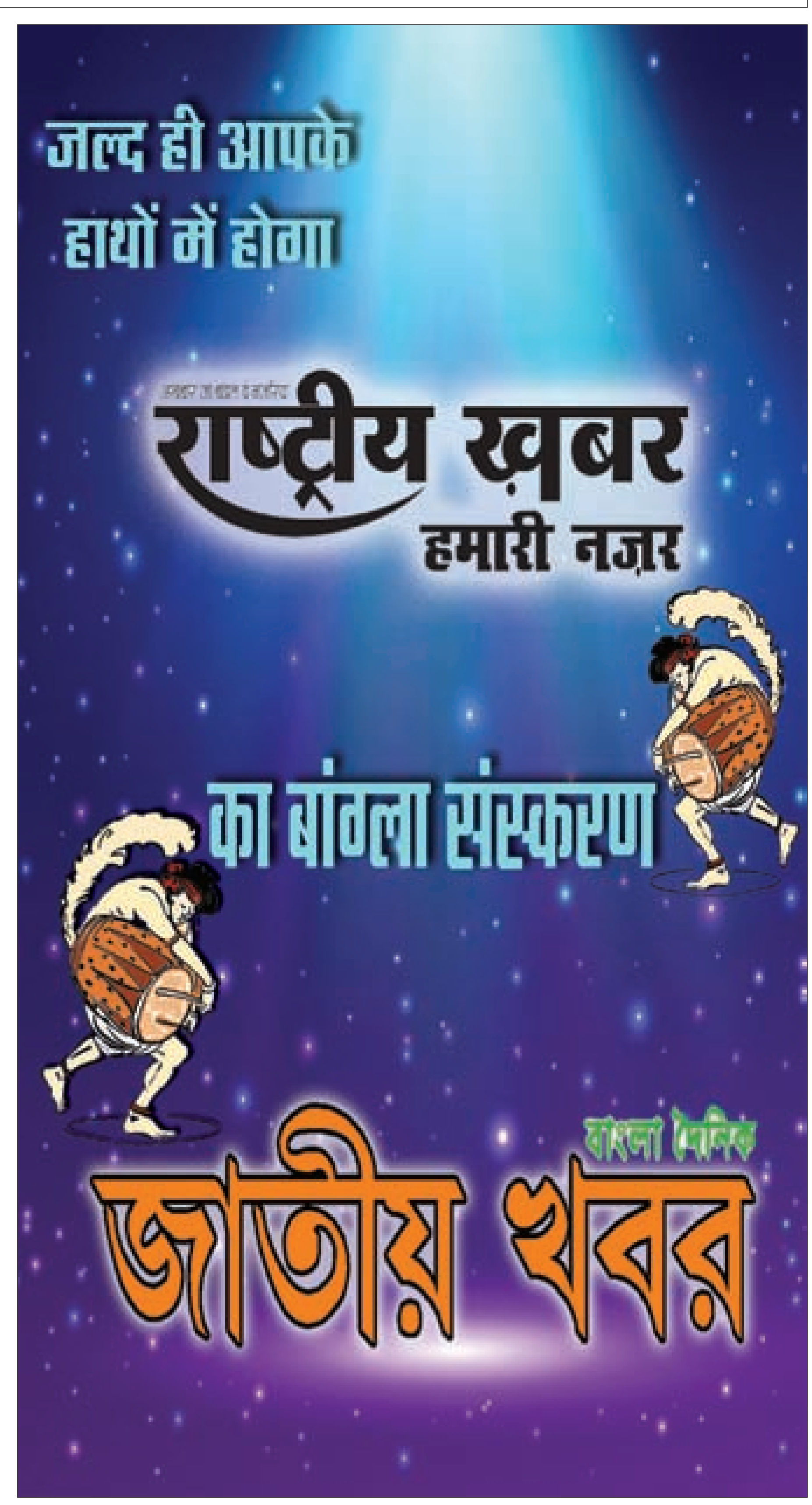

রেল কলোনি এলাকায় রেলের একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে হঠাৎ করে আগুন লেগে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ওই ক্যাম্পটি

মালদা ঃ বুধবার রাত্রি নটা নাগাদ পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী বেহুলা রেল কলোনি এলাকায় রেলের একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে হঠাৎ করে আগুন লেগে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ওই ক্যাম্পটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই ক্যাম্পে নৈশ প্রহরী হিসেবে এক দুস্থ পরিবার বসবাস করত এবং এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ওই পরিবারের বাড়ির সর্বস্ব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আছে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীরা,প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এই ক্যাম্পে ২০১৫ সাল থেকে পুতুল সরকার নামে এক শ্রমিক তার স্ত্রী এবং এক মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেকে নিয়ে বসবাস করত এবং গতকাল রাত্রে ঘটনার সময় তারা স্বামী স্ত্রী বাড়িতে কেউ ছিল না শুধু মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেটি ছিল কিন্তু হঠাৎ করে কিভাবে আগুন লেগে যায় তা কেউ বুঝে উঠতে পারেননি তবে আগুনের এত তীব্রতা ছিল যে টিনের ঘরটি পুড়ে একেবারে ছারখার হয়ে যায় বাড়ির একটা জিনিসও অক্ষত পাওয়া যায়নি । এলাকাবাসীর দাবি এমত অবস্থায় ওই অসহায় পরিবারের পাশে প্রশাসন যেন সহযোগিতা করে কারণ পরনে তারা যেটুকু পড়েছিল সেটুকু রয়েছে বাকি সব পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

মালদা জেলা দমকল বিভাগের ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডল জানান , আগুনের তীব্রতা ভয়ানক ছিল তবে তাদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ এসেছে আগুন কিভাবে লেগেছে এখনো পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় নি।

মোবাইল গুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়

মালদা ঃ বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধারের পর আদালতে নির্দেশ মেনে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল মালদা জেলা পুলিশ। বুধবার মালদা পুলিশ সুপারের অফিসে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউয়ের উদ্যোগেই উদ্ধার হওয়া নামিদামি কোম্পানির মোবাইল গুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার প্রশান্ত দেবনাথ, ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি বিপুল ব্যানার্জি সহ জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা। এদিন প্রায় ১০৩ টি নামিদামি কোম্পানির মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকদের হাতে সেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে মোবাইল পেয়ে পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত সাধারণ মানুষ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে ইংরেজবাজার , মোথাবাড়ি, কালিয়াচক সহ আরো বেশ কিছু এলাকায় চুরি হয়ে যাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেগুলি বিষয়ে তদন্ত করে দেখে পুলিশ মোবাইলগুলি উদ্ধার করে। এরপরই এদিন আদালতের নির্দেশ মেনেই সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সন্যাসী চা বাগান ও কেষ্টপুর এলাকায় হাতীর হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি বাড়ি

শিলিগুড়ি ঃ ফের শিলিগুড়ি মহাকুমার বাগডোগরা সন্যাসী চা বাগান ও কেষ্টপুর এলাকায় হাতীর হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি বাড়ি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে একটি হাতি, এরপরে কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর এর পাশাপাশি ঘরের থাকা খাবার এবং ফার্নিচার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার পরে আতঙ্কে আছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।

প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাদের নাম জড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ মাটি মাফিয়াদের অভিনব কৌশল , বেআইনি জলাজমি ভরাট ও মাটি কাটার কাজে অদ্ভুতভাবে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাদের নাম জড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। অথচ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ব্যাপারে কিছু জানতেই পারছে না। মালদা শহরের দুই - একজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার নাম করেও যত্রতত্র মাটি মাফিয়ারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ । অথচ এই সংক্রান্ত বিষয়ে একেবারেই অন্ধকারে রয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিষয়টি জানতে পেরে বেজায় ক্ষিপ্ত হয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তাঁর কাছে এই ধরনের অভিযোগের কথা এসেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বেআইনি মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে জেলা তৃণমূল সভাপতি পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকের কাছে প্রযোজেনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমজামতলার কৃষ্ণপুর এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে কয়েক এক একর জমির বেআইনিভাবে মাটি কাটার কাজ চলছে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের নজর এড়িয়ে কিভাবে জমি মাফিয়ারা এই ধরনের বেআইনি কাজ করছে সে ব্যাপারে পরিস্কার করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানতে জানাতেও পারে নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার খবর করতে গেলে এলাকারই মাটি মাফিয়ারা প্রকাশ্যে বলছে, সেটিং করে কাজ করছি। হিম্মত থাকলে কাজে বাঁধা দিয়ে দেখান। বেপরোয়া মাটি মাফিয়াদের এমন হুমকিতে তিতি বিরক্ত স্থানীয় গ্রামবাসীরা। যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোর অন্ধকার থেকেই ট্রাক্টরের দাপট বেড়েই চলেছে। সারাদিনে কয়েক'শ ট্রাক্টর মাটি বোঝাই করে যাতায়াত চলছে। ঘরবাড়িতে ধুলোর জন্য থাকা যাচ্ছে না। সমস্ত কাজ বেআইনিভাবে হচ্ছে। কিছু বলতে গেলে জমি মাফিয়াযা হুমকি দিচ্ছে। বিঘার পর বিঘা জমি মাটি কেটে এবং আম গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। তবুও প্রশাসন নিশ্চুপ রয়েছে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কোন লাভ হয় নি। কারণ এলাকারই এক পঞ্চায়েত সদস্য এই কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বল অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা। বেআইনি মাটি কাটার কাজের জড়িত এক মাফিয়া প্রকাশ্যে বলছে, তৃণমূলের প্রভাবশালী এক নেতাকে জানিয়ে কাজ করছি। সবদিক সেটিং করে কাজ করা হচ্ছে। আপনাদের খবরে কিছু যায় আসে না। হিম্মত থাকলে মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে দেখান।

এদিকে জমি মাফিয়াদের প্রকাশ্যে এমন হুমকি কথা শুনে বেজায় চটেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি বলেন, এই ধরনের অন্যায় কখনোই বরদাস্ত করা যায় না। দলের নাম ভাঙিয়ে যারা এই ধরনের কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসককে বলেছি। মালদার কয়েকটি এলাকায় মাটি মাফিয়াদের চরম বারবারন্ত চলছে বলেও জানতে পেরেছি । দলের নাম ভাঙ্গিয়ে কেউ কেউ এই ধরনের কাজ করছে। এটা কখনোই মেনে নেওয়া যাবে না । ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর কি করছে জানি না? জেলাশাসকের কাছে বিষয়টি জানিয়েছি। এরকম বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত যারাই থাকুক না কেন তাদেরকে যাতে গ্রেপ্তার করা হোক সে কোথাও পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক শম্পা হাজরা জানিয়েছেন, বেআইনি জলাজমি ভরাট এবং মাটিকাটার ব্যাপারে খতিয়ে দেখে কৃষ্ণপুর এলাকায় অভিযান চালানো হবে।

চলন্ত ট্রেনের উপর থেকে ২৫২৬ বছরের এক যুবক কাটা পড়ে ডান হাতটি

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন এলাকায় জংশন স্টেশন এ প্রবেশ করবার আগেই চলন্ত ট্রেনের উপর থেকে ২৫-২৬ বছরের এক যুবক হঠাৎ ট্রেন থেকে পড়ে যায় এবং তার ডান হাতটি কাটা পড়ে যায় । ঘটনার আধঘন্টা পর রেলের পুলিশ এসে যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

রাতভর নিখোঁজ টোটো চালক, ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ মিললো কালভার্টের নিচে

জলপাইগুড়ি। কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল রাস্তার নিচে কালভার্ট থেকে। রাজগঞ্জের মাঝিয়ালি অঞ্চলের ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শাহের আলি (১৭)। তার বাড়ি রাজগঞ্জের নিচপাড়া এলাকায়।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু'বছর ধরে টোটো চালাতো ওই কিশোর। গতকাল বিকেলে বেরিয়ে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। সোমবার সকালে এই ঘটনা দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ছুটে যায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনা আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্ধ। রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার বলেন, প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা মনে হচ্ছে। মৃতের বাবা জয়নাল হক বলেন, পরিবারের সকলেই দিনমজুরির কাজ করেন। ছেলের সঙ্গে কি কারণে এমন ঘটনায় ঘটল, টা বুঝে উঠতে পারছেন না। বাড়িতে কোনও অশান্তি ছিল না বলে দাবি। পুরো ঘটনা তদন্তে পুলিশ।

গাছ ধ্বংসের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার গানে এসএফআই

বর্ধমান ঃবেশ কিছুদিন ধরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বেষ্টনকারী সবুজের পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনা লক্ষ করা যাচ্ছিল। কিছু দিন ধরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অজ্ঞাতকারণে এবং পরিচর্চার অভাবে অনেক গাছ মারা যাচ্ছে ও সজীবতা হারিয়েছে, এরমধ্যে অনেক প্রাচীন গাছও রয়েছে। ফলত নতুন করে বৃক্ষরোপণ না করেই সেই গাছগুলি কাটার প্রক্রিয়া চলছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দীর্ঘ দিন ধরে অপরিষ্কার অবস্থায় রয়েছে, সে নিয়েও এখনও পর্যন্ত সঠিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। এই অবস্থাতেই গত পনেরোই এপ্রিল প্রকাশ্য দিবালোকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বেষ্টনকারী গাছের তলদেশে নির্দিষ্ট কোনো কারন ছাড়াই অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফলে এই চত্বরে সবুজের পরিবেশ অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগুন ধরার ঘটনা জানালেও তাঁরা দমকল ডেকে আগুন নেভানোর কোনো ব্যবস্থাই করেননি। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এসএফআই। এসএফআই এর বক্তব্য এই ঘটনা পরিবেশ ও ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের মননে উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং তা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের বিরোধী। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটের সামনে সোমবার দীর্ঘক্ষণ গান বাজনা হাতে লেখা পোস্টার ও বক্তব্য দিয়ে বিক্ষোভ সভা করে। গাছ ও শিক্ষার চোরাচালানের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার গান ধরেছে এসএফআই।, এস এফ আই এর লোকাল কমেটির সম্পাদক দিব্যেন্দু নন্দী জানান, যে দীর্ঘদিন ধরেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হচ্ছে একজন প্রাক্তন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া হিসেবে জানতাম বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাস কে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য গ্রিন গোলাপ বাগ ক্যাম্পাস বলা হত আজকে সেই দিন গোলাপবাগ ক্যাম্পাস তার সজীবতা হারাচ্ছে পরিকল্পনা করে নষ্ট হচ্ছে গাছ, গাছ ধ্বংস ধ্বংসের কর্মকাণ্ড চলছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে পরিকল্পনা মাফিক। তাই এই পরিকল্পনা মাফিক সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমরা SFI এর পক্ষ থেকে ছাত্র ছাত্রীদের জোট বাধার আহ্বান জানিয়েছে এবং আগামী দিনের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কে বাঁচানোর জন্য বৃক্ষ ছেদন নয় বৃক্ষরক্ষার দায়িত্ব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলনের পথে নামবো । এদিন এই কর্মসূচিতে সাধারন পথ চলতি মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পরার মতন।

অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কে সেন্টারের ভিতরে তালা মেরে আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

কোচবিহার ঃ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের চাল গোপনে পাচারের পথে নিয়ে যাবার সময় বস্তা ভর্তি চাল আটক করলো গ্রাম বাসীরা এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ভিতরে তালা মেরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর বালাভুত গুয়ার ভিটা এলাকার ২০৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয়রা দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এ বিষয়ে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন যে বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বালাভুত গুয়ারভিটা ২০৭ নম্বরের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সহায়িকা বৃহঃস্পতিবার সকালে সেন্টার খুলে এক বস্তা চাল টোটো তে করে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় স্থানীয়রা টোটো সমেত চালের বস্তা আটক করে এবং সহায়িকা কে ঘরের ভিতরে আটকে রেখে তালা মেরে দেন। ঐ সহায়িকা অবশ্য দাবী করেন ঐ চালের বস্তা রাজার কুটি সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধার হিসাবে।পরবর্তীতে তাদের চাল আবার ফিরিয়ে দেবে ঐ সেন্টারের দিদিমণি। এ বিষয়ে নাকি অনেকদিন আগে দুই সেন্টারের দিদিমণির সাথে কথা হয়েছে বলে দাবী করেন সহায়িকা। কিন্তু আজকে কোনও কথা হয়নি বা এক সেন্টারের মাল অন্য সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার সময় কোনও লিখিত কাগজ সেখানে রাখেনি। কিন্তু স্থানীয়রা অভিযোগ করেন দিদিমণির নির্দেশ না থাকলে ঐ চাল কি ভাবে অন্য সেন্টারে যায়।অথচ দিদিমণি রিজিয়া খাতুন বলছেন অনেক দিন আগে কথা হয়েছে। আজকে কোনও কথা হয়নি। স্থানীয়রা জানান গত প্রায় ১০১২ দিন হলো ৩ বস্তা চাল সমেত ধরা পরে ভুল স্বীকার করে এবং এর আগেও দোকানে বিক্রীর সময় ধরা পরলে সতর্ক করা হয় তাকে। আজ টোটো তে করে চাল নিয়ে যাবার পথে স্থানীয়রা আটক করে।

বৃষ্টি নেই, চড়ছে তাপমাত্রা, পোকার আক্রমনে, মাথায় হাত ক্ষুদ্র চা চাষী

জলপাইগুড়ি ঃ একদিকে বৃষ্টি নেই আর এদিকে চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। আর এরই মাঝে গোদের ওপর বিষের ফোঁড়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে, লুপার, রেড স্পাইডারের মতো একাধিক প্রজাতীর পোকা। এই ত্রিফলা আক্রমনে মাথায় হাত ক্ষুদ্র চা চাষী থেকে শুরু করে বড় বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষের। এই মরসুমে ফাস্ট ফ্ল্যাশে সামান্য পাতা পাওয়া গেলেও চলতি মাসে সেকেন্ড ফ্ল্যাশে কাঁচা পাতা সঠিক ভাবে পাওয়া যাবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে চা চাষীদের কাছে। তবে এই ঘটনা,কেবল জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই একই পরিস্থিতি বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চাচাষী সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী এবং ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টী অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় বাগচী। গত কয়েকবছর ধরে দেশের মোট উৎপাদিত চায়ের অর্ধেকের বেশি উৎপাদন করে থাকে এই ক্ষুদ্র চা চাষীরা। তথ্য অনুসারে উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদিত চা এর ৬৫ শতাংশ উৎপাদন করে ক্ষুদ্র চা চাষীরা। অন্যদিকে দেশের মোট উৎপাদিত চা এর ৫২ শতাংশ উৎপাদন করে ক্ষুদ্র চা চাষীরা। বাকিরা চা আগে সেড গার্ডেন থেকে। জানা গেছে চা চাষের জন্য ২৮ - ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা বর্তমানে ৩৬ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। বৃষ্টি নেই তাই সেচের মাধ্যমে বাগানে জল দেবার কাজ চালান হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অনাবৃষ্টির কারণে প্রতিটি বাগানে গ্রীন ফ্লাই, রেড স্পাইডার , লুপার সহ একাধিক পোকার আক্রমন শুরু হয়েছে। চা চাষীদের বক্তব্য একদিকে প্রকৃতির মার, অন্যদিকে পোকার আক্রমন। অবিলম্বে বৃষ্টি না হলে চা গাছ বাঁচিয়ে রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে ক্ষুদ্র চা চাষী এবং বড় বাগান গুলির মালিক কর্তৃপক্ষ। এদিন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চাচাষী সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে চাগাছকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি জানান, প্রখর রোদের তাপে একদিকে চাপাতা ঝলসে যাচ্ছে, অন্যদিকে পোকার আক্রমন। সব মিলিয়ে বড় ক্ষতির মুখে তারা। ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টী অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় বাগচী বলেন দার্জিলিং পাহাড় থেকে শুরু করে একেবারে শঙ্কোষ নদি পর্যন্ত সর্বত্র একই পরিস্থিতি। যে কারণে ফাস্ট ফ্ল্যাশ ভিষন ভাবে মার খেয়েছে। সেকেন্ড ফ্ল্যাশের এখনো দেখা যাচ্ছে না। ব্যপক তাপমাত্রার তারতম্য। স্বাভাবিক ভাবেই কঠিন পরিস্থিতিতে তার। দ্রুত বৃষ্টি না হলে বড় ধরণের আর্থিক সমস্যায় পড়তে হবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ডিএ অনুদান, স্বচ্ছ নিযগে, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল ইস্যুতে শিলিগুড়ির রাজপথে ১২ জুলাই কমিটি

শিলিগুড়ি ঃ ফের একবার ডিএর দাবিতে শিলিগুড়ির রাজপথে আন্দোলনের সুর চড়ল। এবার পথে নামল ১২ই জুলাই কমিটির দার্জিলিং জেলার সদস্যরা। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিলে পা মেলান রাজ্য সরকারী কর্মীদের যৌথ মঞ্চের সদস্যরাও। তাদের দাবি একটাই, তা হল বকেয়া ডিএ। রীতিমতো রাজ্য সরকারকে হুশিয়ারি দিয়েই এদিন আন্দোলনে শামিল হন সকলেই। তবে শুধু ডিএ নয়, স্বচ্ছ নিয়োগ, জাতীয় শিক্ষা নীতি বাতিল সহ একাধিক ইস্যুতে প্রশ্নও তুলে ধরা হয় এদিন।

শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ব্লক আধিকারিকরা অবৈধ নির্মাণ এবং পার্কিং সংক্রান্ত হকার্স কর্নার পরিদর্শন করেছেন

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি পার্কিং সমস্যায় অবরুদ্ধ। অবৈধ নির্মাণে জর্জরিত বিভিন্ন বাজার এলাকা। বিধান মার্কেটএর পর এবার হকার্স কর্নারএ পার্কিং ও অবৈধ নির্মাণের অবস্থা খতিয়ে দেখলেন প্রশাসনিক কর্তারা। হকার্স কর্নার পরিদর্শনে আসেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এসজেডিএএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, এসজেডিএ সিইও সহ অন্যান্যরা। পরিদর্শনের পর মেয়র জানান, শহর শিলিগুড়ি পার্কিং সমস্যায় অবরুদ্ধ। বাড়ছে অবৈধ নির্মাণ। হকার্স কর্নারএ পর্যাপ্ত বাহন রাখার জায়গা না থাকায় যত্রতত্র পার্কিংএ সমস্যা বাড়ছে। অনেকেই বাজার এলাকায় অবৈধ নির্মাণ তুলছেন। তাদের বিরুদ্ধ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নতুন করে বড় মাপের পার্কিং ব্যবস্থা তৈরি করা হবে। এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, গোটা শিলিগুড়ির পার্কিং সমস্যা ও অবৈধ নির্মাণ সমস্যার সমাধানে তৎপর রয়েছে রাজ্য সরকার। এক এক করে শিলিগুড়ির উন্নয়ন দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিল আদালত

কোচবিহার ঃ এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিল আদালত। বৃহস্পতিবার দিনহাটা মহকুমা আদালতের বিচারক হেমন্ত সিনহা এই রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম বাবলু বর্মন। তার বাড়ি দিনহাটার খোচাবাড়ী এলাকায়। দিনহাটা আদালতের সরকারি কৌশলী তাহেরুল ইসলাম জানান, ২০২০ সালের ২৫ শে জুলাই প্রতিবেশী এক নাবালিকাকে ওই ব্যক্তি ধর্ষণ করে। একটানা কয়েক বছর এই মামলা চলার পর এদিন বিচারক এই রায় ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ছাড়াও দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো তিন মাস জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে প্রকাশ্য দিবালোকে ভরা রাস্তায় ভাইপোর হাতে খুন কাকা,গলায় ছুরি দিয়ে আঘাত, ভাইপোকে গ্রেপ্তার করে শ্রীঘরে পাঠালো পুলিশ

মালদা ঃজমি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইপোর হাতে খুন কাকু। প্রকাশ্য দিবালোকে গলায় ছুরির কোপ মেরে খুন। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।খুনির শাস্তির দাবতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রানিপুরা গ্রামের ঘটনা।রানীপুরা গ্রামের বাসিন্দা ইখতেয়ার হোসেন(৪৫)।একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে বিবাদ চলছিল তারই ভাইপো মুশফিক রেজার (২৫) সঙ্গে। জমির আল নিয়ে ছিল বিবাদ। সেই বিবাদের জেরে ৩ দিন আগে মুশফিক রেজার হাতে আক্রান্ত হয় ইখতেয়ার হোসেন। সেই সময় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে নিজের চিকিৎসা করায় ইখতেয়ার। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু তারপরেই কুশিদায় নিজের দোকানে যাচ্ছিল ইখতেয়ার।সেই সময় প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার মাঝেই কাকু ইখতেয়ার কে গলায় ছুরির কোপ মারে ভাইপো মুশফিক।ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে ইখতেয়ার। সাথে সাথে তাকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।অভিযুক্ত খুনির গ্রেপ্তারের দাবিতে তুলসীহাটা গামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী।খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।পুলিশের হস্তক্ষেপে উঠে যায় বিক্ষোভ।গ্রেপ্তার করা হয় খুনের দায়ে অভিযুক্ত মুশফিক রেজাকে।এই মুহূর্তে ব্যাপক ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী।পরিবার এবং এলাকার লোকেরা খুনীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।ইখতেয়ার হোসেনের দুই মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে।এই ভাবে তার মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েছে পরিবার। মৃতের আত্মীয় রমজান আলী বলেন, জমি নিয়ে ওদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। তিন দিন আগেও ঝামেলা চলছিল। তারপর আজ এই ঘটনা ঘটে। মৃতের আত্মীয় ইফতেসার হোসেন বলেন, এইভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করে দিল। আমরা এই ঘটনার বিচার চাইছে।খুনিকে যাতে কোনোভাবেই না ছাড়া হয়। মৃতের স্ত্রী নাজিমা খাতুন বলেন, আমার বাড়িতে দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। এখন আমরা কি করব কোথায় যাব। রাস্তায় সবার সামনে ছুরি মেরেছে।খুনি যাতে আজীবন শাস্তি পায় এটাই দাবি জানাবো। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এএসআই পুলিশ অফিসার জাকির হোসেন বলেন জমি বিবাদ কে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটেছে। গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ব্যক্তিটি মারা গেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বারবার দেখা যাচ্ছে জমি নিয়ে বিবাদের ঘটনা। বিবাদের জেরেই হচ্ছে গন্ডগোল। যেখান থেকে খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন।এলাকার নিরাপত্তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। প্রত্যেকে কঠোর শাস্তি চাইছে অভিযুক্তর।

বিজেপির শহর মন্ডল সম্পাদক পার্থ সরকারকে মারধরের অভিযোগ, তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ বিজেপির মাথাভাঙ্গা শহর মন্ডল সম্পাদক পার্থ সরকারকে মারধরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কাজ থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গার ১২ নং ওয়ার্ডের নেতাজী পাড়া এলাকায়।বর্তমানে তিনি মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।পার্থ সরকারের অভিযোগ কাজ সেরে বাড়ি যাচ্ছিলেন সেই সময় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকজন তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী তার উপর হামলা চালায়। বিজেপি করার জন্যই তাকে মারধর করা হয় বলে তার অভিযোগ। যদিও তৃণমূলের দাবী সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

যৌনতার বিনিময়ে মাছ ঃ মালাবিতে রুখে দাঁড়াচ্ছেন নারীরা

মালাবি ঃ আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দেশ মালাবির ক্যাথেরিন (ছদ্মনাম) তিন সন্তানের মা। ২০১৮ সালের অক্টোবরে টানা তিন দিন বিধবা এই নারী মাছ কিনতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছিলেন। স্থানীয়ভাবে এই মাছ উসিপা নামে পরিচিত। মাছ কিনতে তিনি মালাবি হ্রদের তীরে লুউচি সম্প্রদায়ের একটি ফিশিং ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই জেলেরা তাঁর কাছে মাছের বিনিময়ে অর্থ নয়, যৌনতা চেয়েছিলেন।

৪৪ বছর বয়সী ক্যাথেরিন বলেন, 'আমি সব সময় এই চাওয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কিন্তু তখনই আমার ও সন্তানদের জীবন খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। মাছ বেচার জন্য আমিও মরিয়া হয়েছিলাম, কারণ এটাই আমার আয়ের একমাত্র উৎস। এর পরদিন আমি আবারও হ্রদের তীরে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রথম যে জেলে উসিপার বিনিময়ে যৌনতা দাবি করেছিলেন, সেদিন তাঁর প্রস্তাব আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল।'

মালাবি সরকারের ২০২১ সালের বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশটিতে মৎস্য খাতে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ করেন। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অন্তত ৪ শতাংশ আসে এ খাত থেকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অতিরিক্ত মাছ ধরা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মাছ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

নর্দার্ন মালাবির মজুজু ইউনিভার্সিটির ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক সায়েন্সের সহযোগী অধ্যাপক ফানুয়েল কাপুতে বলেন, মাছ কমে যাওয়ার কারণে লেকশোর জেলায় বিনিময় প্রথায় যৌনতা মূল চালক হয়ে উঠেছে। কারণ, এখানে মাছ ধরা মূল পেশা আর আয়েরও উল্লেখযোগ্য উৎস। এখানকার বাজারে অধিকাংশ ক্রেতাই দরিদ্র নারী। তিনি আরও বলেন, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের দিকে যখন উসিপা কম ধরা পড়ে আর প্রতিযোগিতা বেশি থাকে, তখন এ ধরনের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

২০১২ সাল থেকে জেলের কাজ করেন ফ্র্যাঙ্ক নখানি। তিনি দাবি করেন, তিনি কখনোই বিনিময়মূলক যৌনতায় জড়িত ছিলেন না। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি লুউচির অনেক জেলেকে চেনেন, যাঁরা এ ধরনের কাজে জড়িত। তিনি অভিযোগ করেন, কিছু নারীও জেলেদের কাছে এ প্রস্তাব দেন। আবার কারও কারও কাছে কোনো অর্থ থাকে না। তখন তাঁরা যৌনতার বিনিময়ে মাছ কেনার প্রস্তাব করেন। মাছ কমে যাওয়ার কারণে লেকশোর জেলায় বিনিময় প্রথায় যৌনতা মূল চালক হয়ে উঠেছে। কারণ, এখানে মাছ ধরা মূল পেশা আর আয়েরও উল্লেখযোগ্য উৎস। এখানকার বাজারে অধিকাংশ ক্রেতাই দরিদ্র নারী। এসব ঘটনায় অনেকেই কোনো অভিযোগ করেন না। আবার এগুলো গোপনে হয়ে থাকে বলে বিনিময়মূলক যৌনতায় ঠিক কতসংখ্যক জেলে ও মাছ বিক্রেতা জড়িত, তার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা অনেক কঠিন।

দেশটির রুমফি জেলার মৎস্য বিভাগের মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ওথানিয়েল দুয়ে বলেছেন, তবে মাছের বিনিময়ে যৌনতার এই অমানবিক পরিস্থিতি অংশগ্রহণকারীদের এইচআইভিএইডসের ঝুঁকিতে ফেলছে। তিনি বলেন, অনেক জেলে মাছ ধরার জন্য এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে চলে যান। তাঁদের শরীরে যদি ভাইরাস থাকে, তাহলে তা তাঁরা পুরো সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন ছিল ক্যাথেরিনের। কিন্তু জীবন তাঁর ভিন্ন পথে মোড় নিয়েছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন। তাঁর পেটের ভেতর বড় হতে থাকে প্রথম সন্তান। সে সময় সেকেন্ডারি স্কুলের পড়াশোনা তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। এর দুই বছর পর থেকে তিনি মাছ বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন।

মাছের বিনিময়ে যৌনতার এই অমানবিক পরিস্থিতি অংশগ্রহণকারীদের এইচআইভিএইডসের ঝুঁকিতে ফেলছে। অনেক জেলে মাছ ধরার জন্য এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে চলে যান। তাঁদের শরীরে যদি ভাইরাস থাকে, তাহলে তা তাঁরা পুরো সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

ক্যাথেরিনের স্বামী ছিলেন একজন ক্লিনিক্যাল অফিসার। ২০১৭ সালে তিনি ম্যালেরিয়ায় মারা যান। সে সময় ক্যাথেরিন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হলেও আয়ের তেমন কোনো উৎস ছিল না। তিনি অসহায় হয়ে পড়েন।

ক্যাথেরিন বলেন, 'যখন আমি জেলেদের কাছ থেকে মাছ কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না, তখন আমার স্বামী আমাদের যত্ন নিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি মাছ বিক্রি বন্ধ করতে পারিনি, কারণ এটিই ছিল আমার অর্থ আয়ের একমাত্র উপায়।'

২০১৮ সালে ক্যাথেরিন জেলেদের কাছ থেকে সহজে মাছ পেতে এবং কখনো কম দামে মাছ কেনার জন্য কয়েক জেলের সঙ্গে বিনিময়মূলক যৌনতা শুরু করেন। গত বছরের শেষের দিকে লুউচির কেট মওয়াফুলিরওয়া নামের এক নারীর সুবাদে টিটুকুলান নামে একটি নারী সমবায় সমিতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এ সময় থেকে ক্যাথেরিনের বিনিময়মূলক যৌনতা বন্ধ হয়ে যায়। চিচেওয়া ভাষায় টিটুকুলান শব্দের অর্থ 'একে অপরকে সহযোগিতা করো'। ৫৮ বছর বয়সী মওয়াফুলিরওয়া ৩০ সদস্যের একটি সমবায় সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ সমিতি গত বছর চালু হয়েছে। ক্যাথেরিনের মতো তিনিও পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তবে তাঁর বৃদ্ধ স্বামী ও সাত সন্তান আছে। মওয়াফুলিরওয়া বলেন, আশির দশকে তিনি মাছ বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। তখন মাছের ব্যবসার জন্য যৌনতা বর্তমান সময়ের মতো এত প্রচলিত ছিল না। তিনি আরও বলেন, অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তাঁর এই বয়সে মাঝেমধ্যে মাছের বিনিময়ে যৌনসুবিধা পেতে তরুণ জেলেদের প্রস্তাবের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। এ ধরনের প্রস্তাব 'খুবই বিব্রতকর ও অত্যন্ত অপমানজনক'।

এ সমবায় সমিতি ইউএসএআইডির অর্থায়নে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রামীণ এলাকায় কাজ করা একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ফাইন্ড ইয়োর ফিটসহ বেশ কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে এটি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

টিটুকুলানের লক্ষ্য নারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা চালানো ও তাঁদের আয়ের উৎসকে বৈচিত্র্যময় করার মতো ক্ষমতায়ন করা। মওয়াফুলিরওয়া বলেন, এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি উপায় হলো নারীদের কেবল মাছের ওপর নির্ভর না করার জন্য উৎসাহিত করা।

মালাবি সরকারের ২০২১ সালের বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশটিতে মৎস্য খাতে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ করেন। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অন্তত ৪ শতাংশ আসে এ খাত থেকে।

সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন। কেউ কেউ শাকসবজি ও ফল বিক্রি করেন এবং অন্যরা ভুট্টা, চাল, সয়াবিন, মুরগি ও আলু বিক্রি করেন। আয় তাঁরা ভাগ করে নেন। এ অর্থ সঞ্চিত রাখার জন্য তাঁরা গ্রামীণ ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাংক মওয়াফুলিরওয়া পরিচালনা করেন। সমিতির সদস্যরা আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সঞ্চয় নিয়ে আলোচনার জন্য মাসে দুবার বৈঠক করেন। আর সদস্যরা পালা করে সৈকতে মাছ কিনতে যান।

মওয়াফুলিরওয়া বলেন, এককভাবে মাছ কেনার পরিবর্তে নারীরা এখন চার থেকে পাঁচজনের একটি দল হয়ে যান। এতে তাঁদের দর-কষাকষির ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং যৌনতার প্রস্তাব দিয়ে অবৈধ সুবিধা নেওয়া জেলেদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়। তিনি আশা করেন, গ্রামের আরও নারী জীবনের প্রয়োজনে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন। মাছ বিক্রির চেয়েও ক্যাথেরিন এখন ফল ও সয়াবিন বিক্রি করে বেশি আয় করছেন। তিনি আরও বলেন, 'আমি নিজেকে একটি বিশাল পরিবারের অংশ মনে করি। আমরা একে অপরকে সমর্থন করি। গ্রুপটি অবশ্যই ধীরে ধীরে জীবনে পরিবর্তন আনছে।'

এ পর্যন্ত প্রকল্পটির আওতায় পুরো লেকশোর জেলায় ৩৩টি নারী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ফাইন্ড ইয়োর ফিটের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সেইন মুসকাম্বো বলেন, 'অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি আমরা চাই এই নারীরা মাছের বিনিময়ে যৌন শোষণের বিষয়ে সচেতন হোক। এর বিরুদ্ধে তাদের অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে।'

মালাবিতে লিঙ্গসমতা আইন আছে। এ আইনে যৌন নিপীড়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ নিপীড়ন করলে তার ১০ লাখ কোয়াচা (স্থানীয় মুদ্রা) বা প্রায় ৯৭৪ মার্কিন ডলার জরিমানা ও ৫ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের প্রয়োগ কেবল শুরু হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় এ আইন সম্পর্কে তথ্য খুব কম প্রচার করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি আমরা চাই এই নারীরা মাছের বিনিময়ে যৌন শোষণের বিষয়ে সচেতন হোক। এর বিরুদ্ধে তাদের অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে।

২০১৬ সালে মালাবি সরকার মৎস্য সেক্টরের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যাশনাল ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার পলিসি অনুমোদন করেছে। মৎস্য বিভাগের একজন পরিচালক ফ্রাইডে নজায়া বলেন, নীতিটি পুরোপুরি লিঙ্গ বিবেচনা করে না। কারণ, সম্প্রদায় স্তরে মাছ চাষের জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষ। সৈকত গ্রাম কমিটি এখনো পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তিনি আরও বলেন, মাছ শিকারের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা এখনো অনেক ছোট। এটাই তাঁদের মাছের বিনিময়ে যৌনতাসহ লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকিতে ফেলেছে।

মৎস্য বিভাগের এই পরিচালক বলেন, এ সমস্যা সমাধানে মৎস্য বিভাগ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রকল্পে সহযোগিতা করছে। টিটুকুলানের মতো সমবায় সমিতিতে যোগ দিতে নারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

নজায়া বলেন, 'আমরা উপ-আইন তৈরির জন্য জেলা পরিষদের সঙ্গে কাজ করছি। এর মধ্যে হ্রদ ও সৈকতে ভাসমান আশ্রয়কেন্দ্রে মাছ বিক্রি নিষিদ্ধ করার কথা রয়েছে। আমরা বাজারের শেড তৈরি করে মূল্যও নির্ধারণ করতে চাই, যেন নারীরা সেখানে মাছ কিনতে যেতে পারে। সৈকতে যেখানে বিনিময়মূলক যৌনতা হয়, সেখানে নারীদের আর না যেতে হয়।'

টিটুকুলানের মতো নারী সমবায় সমিতি সহায়তা করবে তবে মানসিকতা পরিবর্তনেরও পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক ফানুয়েল কাপুতে। তিনি বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়, এটি মানসিকতার পরিবর্তনের ব্যাপার। এটা বলছি, কারণ এমন কিছু ঘটনা রয়েছে, যেখানে আপনি সচ্ছল কিছু নারীকেও খুঁজে পাবেন, যাঁরা এসব কাজের সঙ্গে এখনো জড়িত।'

মালাবিতে লিঙ্গসমতা আইন আছে। এ আইনে যৌন নিপীড়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ নিপীড়ন করলে তার ১০ লাখ কোয়াচা (স্থানীয় মুদ্রা) বা প্রায় ৯৭৪ মার্কিন ডলার জরিমানা ও ৫ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের প্রয়োগ কেবল শুরু হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় এ আইন সম্পর্কে তথ্য খুব কম প্রচার করা হয়েছে।

ক্যাথেরিনের জীবন এখন পরিবর্তনের পথে। বিনিময়মূলক যৌনতায় জড়িত থাকায় তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তবে এতে যে কোনো রোগে আক্রান্ত হননি, এ কারণে তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, 'আমি ভাগ্যবান...অধিকাংশ মানুষই (জেলেরা) অরক্ষিত যৌনতা পছন্দ করে। এসব নিয়ে তাদের কোনো ভাবনা নেই। আমি আসলে এখন লজ্জিত।'

'আমি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু স্মৃতি এখনো আমাকে তাড়া করে। অনেক নারী আছেন, যাঁরা এখনো এ কাজ করছেন, এটা জেনে আমার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। আমি এটা ঘৃণা করি। এটা বন্ধ করতে চাই,' যোগ করেন ক্যাথেরিন।

'মন্ত্রী নিয়োগ কর্তা নয়', নিয়োগ দুর্নীতির দায় বোর্ডের উপরেই চাপালেন পার্থ

কলকাতা ঃ নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ফের বিস্ফোরক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার আলিপুর আদালত থেকে বেরনোর সময় ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, 'মন্ত্রী নিয়োগ কর্তা নন। বোর্ড পরিচালিত সংস্থাই নিয়োগ করে থাকে। কাজেই এই নিয়োগে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই।' ফের নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে মন্ত্রীর কোনও রোল থাকে না। অর্থাৎ মন্ত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও রোল প্লে করে না। বোর্ড পরিচালিত সংস্থাই নিয়োগ করে থাকে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দায় নিজের ঘাড় থেকে ঝেরে ফেলতে মরিয়া চেষ্টা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। ফের আলিপুর আদালত থেকে বেরোনোর সময় নিজেদে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন তিনি। আগেই তিনি বলেছেন, মন্ত্রী নিয়োগ কর্তা নন। এখানে মন্ত্রীর কোন ভূমিকা নেই এটা বোর্ড পরিচালিত একটি সংস্থা। এখানে মন্ত্রীর কোন রোল নেই এই এক আইন গুলো বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। এখানে মন্ত্রীর কোন ভূমিকা নেই। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশে যে নিয়োগ হয়নি সেকথা আবারও দাবি করেছেন তিনি। এমনকী তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতার বাড়িতে কোথা থেকে টাকা এলো তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, আপনারা খুঁজে বের করুন। প্রসঙ্গত নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি ফ্ল্যাট খেরে কয়েক কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমান সোনার গয়নাও। বিরোধী জোটে কংগ্রেসের দাদাগিরি মানবে না তৃণমূল, নীতীশ-তেজস্বীকে সাফ জানালেন মমতা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগেও নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এর আগে তিনি শুভেন্দু অধিকারী এবং সুজন চক্রবর্তীর নামও নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে শুভেন্দু অধিকারী কী করেছিলেন খবর। উত্তরবঙ্গে কী করেছিলেন তাঁরা। ক্যাগ রিপোর্ট সামনে আনলেই প্রকাশ্যে আসবে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এক কথায় সুবীরেশ সহ নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার একাধিক প্রাক্তন বোর্ড কর্তা জড়িত রয়েছেন বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকলেও নিয়োগে তার কোনও হাত নেই বলেই স্পষ্ট দাবি করেছেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতিতে বোর্ড এবং বোর্ড নিয়ন্ত্রিত সংস্থাই সব কাজ করে থাকে বলে বার্তা দিয়েছেন তিনি। দুর্নীতি নিয়ে এক প্রকার বোর্ডের ঘাড়েই দায় ঠেলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই আদালত তাঁদের কাছ সম্পত্তির হিসেব চেয়ে নিয়েছেন।

'বিজেপিকে শূন্য করতে হবে', নীতীশকে পাশে বসিয়ে বিরোধী ঐক্য নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা মমতার

কলকাতা ঃ বিজেপিকে নির্মূল করতে হবে। টার্গেট একটাই। সেই টার্গেটকেই পাখির চোখ করে এক মঞ্চে দুই সুপ্রিমো। নবান্নে বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রকার স্পষ্ট করে দিলেন। ২০২৪ লোকসভা ভোটে বিজেপিকে শূন্য করতে হবে। এই টার্গেটকে সামনে রেখেই এই যে বিরোধীরা একজোট হতে শুরু করে দিয়েছেন তার স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো। এদিন দুপুরে তেজস্বী যাদবকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় পা রাখেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমার। এদিন নীতীশ কুমার এবং তেজস্বী যাদবের সঙ্গে বৈঠকের পরে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বিরোধী ঐক্য নিয়ে বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ২০২৪-র লোকসভা ভোটে বিজেপিকে শূন্য করতে হবে। অর্থাৎ ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপিকে মসনদ চ্যুত করাই হল আসল উদ্দেশ্য সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন নীতীশ কুমার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেছেন, সব অবিজেপি রাজনৈতিক দলগুলিকে একজোট হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে। বিহারের কোনও একটা জায়গায় সব অবিজেপি দলগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে বৈঠকের বার্তা দিয়েছেন তিনি। একটি ঘরোয়া বৈঠক করার কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কোথায় সেই বৈঠক হবে তা পরে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে নীতীশ কুমারও এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন একজোট হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে নামতে হবে। তার জন্য আগে থেকেই সব অবিজেপি দলগুলিকে একত্রিক করা জরুরি বলে মনে করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক যে ফলপ্রসূ হয়েথে তা নীতীশের বার্তাতেও স্পষ্ট। এদিন সাংবাদি বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নিশানা করে বলেছেন বিজেপি নিজেকে হিরো মনে করছে। খালি মিথ্যে কথা বলে আর ফেক ভিডিও তৈরি করে গুণ্ডাগিরি করছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এই গুণ্ডাগিরি আর চলতে দেওয়া যাবে না বলেই বার্তা দিয়েছেন তিনি। সেকারণে সব অবিজেপি দলগুলিকে একজোট হয়ে লড়াইয়ে নামার বার্তা দিয়েছেন তিনি। তাতে আশাবাদী নীতীশ কুমারও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কয়েকদিন আগেই রাজ্য সফরে এসে অমিত শাহ সরকার ফেলে দেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন। বীরভূমের সভা থেকে তিনি বলেছিলেন লোকসভায় বাংলায় ৩৫টি আসন পেলেই মমতা সরকার পড়ে যাবে। অমিত শাহের এই মন্তব্যকে তীব্র আক্রমণ করে মমতা বঃদ্যোপাধ্যায় অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন অমিত শাহ সরকার ফেলার চক্রান্ত করছেন।

সতীর্থ থেকে বলিউড তারকা, জন্মদিনে সচিন বন্দনা, শুভেচ্ছার বন্যা সোশ্যাল মিডিয়ায়

কলকাতা ঃ আজ দেশজুড়ে সচিন পার্বন। জীবনের ২২ গজে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর। ১ থেকে ৪৯ পার করে সোমবার ৫০-এ পর্দাপণ করলেন মাস্টার ব্লাস্টার। ঈশ্বরের জন্মদিন বলে কথা, তাও হাফসেঞ্চুরি।সচিন শুধু নাম নয় একটা আবেগ, সচিন মানে একটা মন্ত্র, সচিন মানে ভারতবাসীর সর্বকালের সেরা ক্রিকেট আইকন। শনিবার থেকেই সচিন বন্দনায় মেতে উঠেছে গোটা দেশ। ক্যালেন্ডারের পাতায় ২৪ এপ্রিল আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মাস্টার ব্লাস্টারকে ঘিরে শুভেচ্ছার বন্যা। একদা সতীর্থ ক্রিকেটার থেকে বলিউড নক্ষত্র ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রত্যেকই শুভেচ্ছা জানালেন ভারতীয় ক্রিকেটের ভগবানকে। সচিনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর ক্রিকেট জীবেন আইসিসি ইভেন্টের ১০টি মুহূর্ত তুলে ধরেছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

বিসিসিআইয়ের শুভেচ্ছায় বার্তায় শুধুই পরিসংখ্যান।ম্যাচ, রান, উইকেট সব কিছুতেই রেকর্ড গড়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সেই পরিসংখ্যানই তুলে ধরে মাস্টার ব্লাস্টারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে বোর্ড।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, '৫০ পূর্ণ করলেন মাস্টার ব্লাস্টার। এটা একটা আইকনিক। শুভ জন্মদিন সচিন তেন্ডুলকর।'

একদা সতীর্থ রবি শাস্ত্রীর বার্তা, 'হ্যাপি বার্থ ডে বিগ বস।জীবনে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করলে। জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দারুন একটা বছর কাটুক,ঈশ্বর মঙ্গল করুন।'

অজিঙ্কা রাহানে লিখেছেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে সচিন তেন্ডুলকর।আশা করছি এই বছরটা সেরা কাটবে, দারুন একটা দিন কাটুক।'

ভারতীয় দলের তাঁর একদা সতীর্থ যুবরাজ সিং আবার তাঁর সচিনের খেলার একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সঙ্গে যুবি লিখেছেন, 'সে এল, খেলল এবং চারটি প্রজন্মের হৃদয় জিতে নিল। হয়তো শূন্য করেছে অথবা ১০০ রান করেছে কিন্তু সব সময় মাথা উঁচু করে থেকেছে।' বীরেন্দ্র শেহওয়াগ টুইই করে বলেছেন, 'আজ তোমার আইকনিক ৫০তম জন্মদিন। গোটা ময়দান তোমাকে সেলাম করে।শুভ জন্মদিন সচিন তেন্ডুলকর।' জন্মদিনের প্রাক্কালে সচিন বন্দনায় ভরিয়ে দেন পন্টিংও। একদা চির প্রতিপক্ষ অজি প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, 'তাঁর দেখা এখনও পর্যন্ত টেকিনক্যালই সেরা ব্যাটসম্যান সচিন তেন্ডুলকর।' শুধুই কী ক্রিকেট মাঠের তারকারা , সচিন তেন্ডুলকরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অন্য পেশার কৃতি মানুষরাও। বলিউড অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ প্রত্যেকের কাছেই সচিন একজন আইকন। তাই ভগবানের জন্মদিনে ভক্তরা উজাড় করে দিল তাঁদের ভালোবাসা।

সম্পাদকীয়

চীন ও রাশিয়ার প্রতি ইউরোপে আরো কড়া অবস্থানের ডাক

ফ্রান্সে চীনা রাষ্ট্রদূতের বিতর্কিত মন্তব্যের পর সে দেশের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের ডাক বাড়ছে। রাশিয়ার উপর আরো নিষেধাজ্ঞা চাপানো এবং ইউক্রেনকে আরো সামরিক সাহায্য দেবার উদ্যোগও চলছে। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, কূটনৈতিক স্তরেও ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা বিশ্ব এবং রাশিয়া ও তার সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত চালু রয়েছে। ফ্রান্সে চীনের রাষ্ট্রদূতসাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে সৃষ্টি হওয়া অনেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিষয়টি আর জটিল হয়ে উঠেছে। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার নিন্দা না করে বরং নীতিগতভাবে মস্কোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য চীন পশ্চিমা জগতে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর যে সব রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং জাতিসংঘে নিজস্ব

আসন পেয়েছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণ সদস্য এবং ইউক্রেনের মতো কিছু দেশ ভবিষ্যতে সেই স্বপ্ন দেখছে। ফলে চীনের রাষ্ট্রদূতের বিতর্কিত মন্তব্যের পর একযোগে চীনের বিরুদ্ধে ইইউর কড়া অবস্থান নেবার ডাক জোরালো হচ্ছে। লাটাভিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডগার্স রিনকেভিক্স এমন প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন। লুক্সেমবুর্গে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে এ বিষয়ে জোরালো বিবৃতির প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ফ্রান্স এবং তিন সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এস্টোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়েনিয়া চীনের কূটনীতিকের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে। ইইউ ইউক্রেনের জন্য যৌথভাবে দশ লাখ গোলাবারুদ সরবরাহের বিষয়টিও চূড়ান্ত করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ সম্পর্কে ইউক্রেন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবা এক টুইট বার্তায় সেই বিলম্বের সমালোচনা করে লেখেন, এর ফলে ইউক্রেনের মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা রাশিয়ার উপর একাদশ দফার নিষেধাজ্ঞার রূপরেখা স্থির করার লক্ষ্যেও আলোচনা করছেন। শিল্পোন্নত দেশগুলির গোষ্ঠী জি সেভেন যদি সত্যি রাশিয়ায় প্রায় সবরকম রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপায়, সে ক্ষেত্রে পালটা পদক্ষেপ হিসেবে রাশিয়া কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেন ও রাশিয়ার খাদ্যশস্য রপ্তানি সংক্রান্ত বোঝাপড়া বাতিল করবে বলে হুমকি দিয়েছেন রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ। আগামী ১৮ই মের পর সেই চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না বলে রাশিয়া ইঙ্গিত করছে। উল্লেখ্য, লাটভিয়া গত বছর রাশিয়ার সার বাজেয়াপ্ত করার পর মস্কো কড়া অবস্থান নিচ্ছে। জি সেভেন অবশ্য রোববারই সেই চুক্তি সম্পূর্ণ কার্যকর করার এবং আরও সম্প্রসারণের ডাক দিয়েছে। রুশ দখলদারী বাহিনীর হাত থেকে আরও জমি পুনরুদ্ধার করতে ইউক্রেন বড় অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে বেশ কিছুকাল ধরে শোনা যাচ্ছে। সোমবার সকালে রুশ অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপে সেভাস্তোপোল বন্দরে দুটি ড্রোন হামলা বানচাল করা সম্ভব হয়েছে বলে শহরের মস্কো নিযুক্ত গভর্নর দাবি করেছেন। ক্রাইমিয়ার উপর হামলা ইউক্রেনের পালটা সামরিক অভিযানের অংশ কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

জানা অজানা

ইউরোপে বায়ুদূষণে বছরে ১,২০০ শিশুর মৃত্যু

ইউরোপিয়ান এনভায়রনমেন্টাল এজেন্সি, ইইএ সোমবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বায়ুদূষণের কারণে ইউরোপে বছরে ১,২০০'র বেশি শিশু ও কিশোর কিশোরীর মৃত্যু হচ্ছে।

ইইএ বলছে, শিশুদের অকালমৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশি না হলেও জীবনের একেবারের শুরুর দিকে মৃত্যুর কারণে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া শিশুরা দীর্ঘস্থায়ী অসুখে ভুগছে। বায়ুদূষণের কারণে অ্যাজমা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে ইউরোপের প্রায় নয় শতাংশ শিশু ও কিশোর কিশোরী অ্যাজমায় আক্রান্ত। এছাড়া ফুসফুসের কার্যকারিতা হ্রাস, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ ও অ্যালার্জির কারণ হতে পারে বায়ুদূষণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্যরাষ্ট্রসহ মোট ৩০টি দেশের তথ্য নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে ইইএ। তবে রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও ইউক্রেনের মতো শিল্পখাতে উন্নত দেশের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সে কারণে পুরো ইউরোপে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। মধ্য পূর্ব ইউরোপ ও ইটালিতে বায়ুদূষণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালার চেয়ে বেশি বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে যে দেশগুলোর তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেসব দেশের শহরাঞ্চলে বাস করা প্রায় ৯৭ শতাংশ মানুষ গতবছর যে বাতাস গ্রহণ করেছেন, তা ডাব্লিউএইচওর মানদণ্ডের শর্ত পূরণ করেনি বলেও জানিয়েছে ইইএ। বায়ুদূষণ থেকে শিশুদের বাঁচাতে স্কুলের আশেপাশে সবুজ এলাকা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে ইইএ।

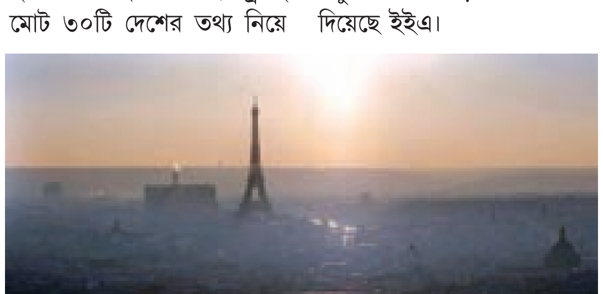

নববর্ষ উদ্‌যাপন কীভাবে বিভাজনের রাজনীতির পাঁকে পড়েছে

হেলাল মহিউদ্দীন
প্রাবন্ধিক

ইদানীং কিছু তর্কবিতর্ক থেকে স্পষ্ট যে সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে ঘোরতর বিভ্রান্তি কমছে না, বরং বাড়ছে। কেউ বুঝে, কেউ না বুঝে জল ঘোলা করছে। সজ্ঞান ঘোলাকারীরা ঘোলা জলে মাছ শিকারে নামছে। আলোচনার মূলে ফিরব পরে। আগে ডালপালা চেনা যাক। প্রথমে ডালপালা চিনতে ইংরেজি রাইটস রিচুয়ালসের আশ্রয় নিচ্ছি—বাংলায় আচার—প্রথা, পূজা অর্চনা। খতনা অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে মৃত্যুপরবর্তী চল্লিশা পর্যন্ত নানা রকম চর্চা আছে। অন্নপ্রাশন, বিয়েশাদির আগে কোষ্ঠীঠিকুজি, সাত পাকে বাঁধা মন্ত্রে বিয়ে, মৃত্যুর পর চিতায় তোলা, বর্ণ ও সংস্কারভেদে মাথা মুড়োনো, উপবাসসহ আরও নানা রকম যজ্ঞ আছে। সব মতপথ ধর্মবিশ্বাসীর ভিন্ন ভিন্ন চর্চা আছে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির অধিবাসীদের অসংখ্য যজ্ঞ আছে। এসব আচার প্রথাকে 'আচার প্রথা' বলা সংগত 'সংস্কৃতি' মনে করা ভুল। ভুল ধারণা ব্যবহারের কারণে 'সংস্কৃতি' বিতর্ক ভুল পথে বাঁক নিচ্ছে।

'রাইটস রিচুয়ালস'-এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমটি সময়ানুবর্তিতা (টাইমলাইনস, টেম্পোরালিটি) ও নিয়মসিদ্ধতা (সিস্টেম্যাটিক)। যখনকার বিষয় তখনকার আয়োজন। ৯০ বছরে কারও খতনা হয়? অন্নপ্রাশন হয়? মৃত্যুর আগেই কবর হয়? দাহ হয়? মাথা ন্যাড়া, উপবাসের ঘটনা ঘটে? 'পরে সময় পাব কি না' বা 'বাঁচব কি না ঠিক নেই, আগেই যজ্ঞ করে ফেলি' ব্যাপার স্যাপার কেউ দেখেছে কখনো? আগামী শুক্রবার ব্যস্ত থাকব, তাই মঙ্গলবারেই জুমার নামাজ পড়ে নিচ্ছি এমনটি কখনো সম্ভব? অসম্ভব! আচার প্রথা সময়ানুবর্তী। 'রাইটস রিচুয়ালস'-এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য (ডাইভার্সিটি) ও ভিন্নতা (ডিফারেন্স)। মুসলিম হিন্দু খ্রিষ্টান বৌদ্ধ প্রকৃতিপূজারিদের আচারগুলোই প্রমাণ।

আচার প্রথাগুলোয় থাকে নজরকাড়া স্বাতন্ত্র্য (ইউনিকনেস)। চৈত্রসংক্রান্তি, লক্ষ্মী দুর্গা কালীপূজা, দুই ঈদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আচার প্রথা প্রায় নির্দিষ্ট। দেবী বিসর্জন বা ফিতরা জাকাত কোরবানির প্রথায় ব্যত্যয় ঘটানোর সুযোগ কম। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, একই সমাজে বিবাদ বিসংবাদমুক্তভাবেই 'রাইটস রিচুয়ালস' সহাবস্থান (কো এক্সিট) করে। আমরা যেমন শতকের পর শতক ছিলাম। এটিকে 'ঐতিহ্য', 'সংস্কৃতি' ইত্যাদি ভাবলে বিভ্রান্তি আরও বাড়ে।

ক্ষমতাসীনদের একদল দাড়ি টুপিধারী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রয়েছে। তাদের মূর্তি মুখোশ দলীয় শোভাযাত্রায় যথার্থ হতে পারে, কিন্তু সর্বজনীন উদ্‌যাপনে অযথার্থ ও বিভাজনমূলক। হরেদরে দাড়ি টুপিকেই প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীক বোঝাতে চাওয়া মারাত্মক কূপমণ্ডূকতা এবং সেকেলে ও অনাধুনিক জড়চিন্তামাত্র। দেশে দাড়ি টুপিধারী কোটি কোটি অরাজনৈতিক ধর্মানুরাগী সাধারণ মানুষও রয়েছেন। এরূপ প্রদর্শনী তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ ও অপমানের বোধ তৈরি করতে পারে। রাইটস রিচুয়ালস সামাজিক আনন্দ উচ্ছ্বাস হয়ে গেলে সেরিমনি বা 'উদ্‌যাপন'-এ রূপ নেয়। আনন্দ উচ্ছ্বাসই এগুলোর মূল। বিয়ের আগে পরের গায়েহলুদ, রংচং, সাজগোজ, বউভাত, ফিরানি, এটা সেটা কত কী! এগুলো 'রাইটস রিচুয়ালস' থাকে না। কারণ, বিধিবদ্ধতা বা নিয়মাবদ্ধতা নেই। কেউ আদালতে, মাজারে মসজিদে মন্দিরে বা কাজি অফিসে বিয়ে করলে গায়েহলুদ, রংচং, সাজগোজ, বউভাত, ফিরানি লাগছে না। তা ছাড়া সেরেমনির তালিকায় নতুন নতুন সংযোজন বিয়োজন চলতেই থাকে। রং কাদা পানি ছোড়াছুড়ি খেলা হতে পারে, মোরগলড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, নৌকাবাইচ বহু কিছু যুক্ত হতে পারে।

কেউ গজল ভজন শাস্ত্রীয় সংগীতের ঘরোয়া আয়োজন করতে পারে। কেউ কাওয়াল বাউল বৈরাগী আনে, কেউবা ডিস্ক জকির আয়োজন করে, কেউবা নট নটী নাচিয়ে, যাত্রাপালাও নিয়ে আসতে পারে। কেউ ভাবতে পারে, সব বাদ, শুধুই গরিবদের এক বেলা খাওয়াব। যার যার রুচি ও ভালো লাগা অনুযায়ী আনন্দ উদ্‌যাপনই বড় কথা।

'সর্বজনীনতা' সেরেমনিকে বিশেষ মহত্ত্ব দেয়। বাংলা নববর্ষের সর্বজনীনতার চমৎকার একটি উদাহরণ হালখাতা। সব ধর্ম গোত্র বর্ণের মানুষ দাওয়াতি। পাশাপাশি বসেই তারা মিষ্টি দই দধি পান খায়। আরও উদাহরণ নৌকাবাইচ ও ঘুড়ি কাটাকাটি খেলা। সেরেমনি বিভাজনের বদলে মানুষকে এক করে। একটা সময়ে মুসলমানের মধ্যে কিছু হিন্দু আচরণ, হিন্দুর মধ্যে কিছু কিছু মুসলিম আচরণের আনাগোনা চলত। সেরেমনির কারণে ধর্মে বর্ণে গোত্রে আদান প্রদান, নেওয়া থোয়া সংমিশ্রণ (অ্যাসিমিলেশন) ও অন্তর্গতকরণ (ইনক্লুশনইনক্লুসিভনেসইনক্লুসিভিটি) ঘটত। প্রতিবেশীদের মধ্যে 'দেবে আর নেবে, মেলাবে মিলিবে'র সৌন্দর্যও বাড়ত।

উদ্‌যাপন বা সেরেমনি 'উৎসব' (ফেস্টিভ্যাল) নয়। যেমন 'ম্যারেজ সেরেমনি'। 'ম্যারেজ ফেস্টিভ্যাল' নয়। আমরাই ভুলভাল বিবাহ উৎসব লিখি। আসলে বিয়ে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন। উৎসবের গণ্ডি বিশাল।

নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন 'ফ্যাস্টিভ'। সীমাহীন উৎসব উচ্ছ্বাসমুখরতা থাকতে হয়। ফ্যাস্টিভ বলেই ফেস্টিভ্যাল।

শিশু কিশোর আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সবার জন্য অশেষ আনন্দ ফুর্তি পানাহার ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা থাকতে হয়। নৃতাত্ত্বিকেরা আরও বলেন 'কার্নিভ্যালেস্ক'। ঝাকানাকা সমৃদ্ধতা। বিশাল এলাকাজুড়ে রংচং মুখোশ, বাদ্যবাজনা ও রঙিন আলোর ঝলকানি থাকতে হয়। একটি দুটি নয়, অনেক ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন থাকতে হয়। তাঁরা মেক্সিকোর 'ডে অব দ্য ডেডস' (প্রয়াতদের দিন) কার্নিভ্যালের উদাহরণ টানেন প্রায়ই। কার্নিভ্যালে রঙিন পোশাক, মুখোশ, গীতবাদ্য, বিচিত্র ক্রীড়াকৌতুক, খেলা, প্রতিযোগিতা, সার্কাস, ভোজবাজি সবই থাকতে হয়। বৈশাখী মেলা, কুম্ভমেলা, গড়িয়াহাটের মেলা ইত্যাদি ছিল আমাদের কার্নিভ্যাল। হস্তশিল্প কুটিরশিল্প, বিচিত্র দেশি খাবার, পিঠাপুলি মিষ্টান্ন, পালাগান, গীতবাদ্য, সার্কাস, যাত্রাপালা, চড়ক, নৌকাবাইচ, ঘুড়ি উৎসব, বলীখেলা আমাদের মেলাগুলোয়ও কার্নিভ্যাল বৈশিষ্ট্যের কমতি ছিল না।

'আমাদের সংস্কৃতি', 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' ইত্যাদি অতি আবেগপ্রবণ, অতি জাতীয়তাবাদী কথামালার বাড়াবাড়ি প্রয়োগ ক্ষতিকর। সাধারণ্যে 'সংস্কৃতি' বিষয়ে দুটি ভুল ধারণা পোক্ত হয়ে বসেছে।

প্রথম ভুল গান বাজনা নাচ নাটক সিনেমা আঁকাআঁকি ইত্যাদিকে 'সংস্কৃতি' ভাবা। এগুলো আসলে ক্রিয়েটিভ আর্টস ও পারফর্মিং আর্টস সৃজনমুখী ও প্রদর্শনমূলক শিল্পকলা। এগুলোর আলাপ বিকাশের দায়িত্ব নন্দনতত্ত্বের। দ্বিতীয় ভুল আচার প্রথা, অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন এবং উৎসব কার্নিভ্যালগুলোকে সংস্কৃতি ভাবা। আসলে এগুলো জীবনাচরণের চিহ্ন ও অনুষঙ্গ। শোভাযাত্রা, পান্তা ইলিশ, নাটাই লাটিম, ডালা কুলা পাখা ইত্যাদিও বাঙালির পরিচিতি চিহ্ন। সে অর্থে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তবে 'সংস্কৃতি' নয়। সংস্কৃতি গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। চিহ্নে আটকে থাকে না।

'সংস্কৃতি' আসলে কী? এককথায় 'লাইফস্টাইল' বা 'জীবনধারা'। অতীতমুখী নয়, ভবিষ্যত্মুখী। বদলাতে থাকা। মিনিটে মিনিটে পরিবর্তনশীলতা। রিকশাওয়ালাদের অনেকেও এখন ট্রাউজার পরে রিকশা চালায়। ভিক্ষুকের হাতেও মুঠোফোন। প্রযুক্তি ও সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মেলানো, মানিয়ে নেওয়া, নিজেদের খাপ খাওয়ানো, অভিযোজন (অ্যাডাপশন) ইত্যাদিই 'সংস্কৃতি'। ইংরেজিতে 'কালচার'। ল্যাটিন ও গ্রিক 'কুলচুরা' থেকে নেওয়া। 'কুলচুরা' অর্থ কর্ষণ ও কৃষিকাজ। কৃষক হাল টেনে, লাঙল টেনে নিড়ানি দেয় আরও ভালো ফলনের আশায়, আরও নতুন ফলন আবিষ্কারের আশায়, আরও ভালো থাকার আশায়। অতীতাবিষ্ট ও অতীতবন্দী হয়ে থাকার জন্য মোটেই নয়। কুলচুরা কালচার এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ 'কৃষ্টি' বা কৃষি চাষবাস। 'সংস্কৃতি'ও সঠিক ধারণা। 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রতিপাদ্যই 'সংস্কার' উন্নয়ন, সামনে এগোনো, ভুলের শুদ্ধি। তবু বছরের পর বছর 'সংস্কৃতি'কে অনড় ভাবা থামছে না কেন?

নববর্ষের শোভাযাত্রা বা ছায়ানটের বর্ষবরণ এগুলো কোন প্রকরণে পড়ে? সবচেয়ে মুক্ত ও শিথিল বিষয় 'সেরেমনি' বা 'উদ্‌যাপন'-এ পড়ে। উদ্‌যাপনে জোরজবরদস্তিরই সুযোগ নেই। যার আনন্দ নেওয়ার যোগ দেবে। যার ভালো লাগে না যোগ দেবে না। 'মঙ্গল' শব্দ নিয়ে পক্ষবিপক্ষ বিতর্ক নিতান্তই উভয় পক্ষের রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিজাত অসুস্থ বিদ্যাচর্চা। এতে রাষ্ট্রপক্ষনির্ভর নানা প্রতিষ্ঠানের অনধিকার চর্চার সুযোগও তৈরি হয়েছে। মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা বোর্ডের স্কুলে মাদ্রাসায় দিনটি পালনের নির্দেশনা এবং কী কী করণীয় এমন তালিকা ধরিয়ে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি। আমাদের শৈশবে চাঁদের হাট, কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর, শিশু একাডেমি ইত্যাদির বদৌলতে সুদূর মফস্‌সলেও স্বতঃস্ফূর্ত নববর্ষ উদ্‌যাপিত হতো। সেগুলো ধ্বংস করে দিয়ে নির্বাহী আদেশে 'সর্বজনীনতা' ফেরানোর চেষ্টা কাঁঠালের আমসত্ত্বস্বরূপ।

নববর্ষ উদ্‌যাপনকে যেকোনো মূল্যে দলীয় রাজনীতির আদর্শ ও প্রভাবমুক্ত রাখা গেলে বিতর্ক যুদ্ধংদেহী ও বিধ্বংসী হতো না। শোভাযাত্রা বা ছায়ানটের বর্ষবরণকে 'সেরেমনি'র বাইরে 'সংস্কৃতি' বলেকয়ে তর্কাতর্কি ভুল তো বটেই, বিপজ্জনকও বটে। সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক রাজনৈতিক লাভালাভের উদ্দেশ্যে সেরেমনিটির ব্যবহার। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা যেকোনো মূল্যে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করেন। রাজনীতিকদের অবস্থা লোকজ উপমার স্বর্ণকার আর দরজির মতো। স্বর্ণকার নাকি মায়ের গয়নার স্বর্ণও চুরি করে দরজি নিজের জামা বানাতে বসেও নাকি কাপড় চুরি করে। কথার কথা হলেও রাজনীতিবিদেরাও সমস্বভাবের। রাজনৈতিক লাভালাভের জন্য তারা যেকোনো কুকর্মই করতে পারে।

সেরেমনিতে নতুন নতুন বিষয় ও অনুষঙ্গ যুক্ত হতে থাকাই স্বাভাবিকতা। মধ্য আশি থেকে নব্বইয়ের দশকের শেষ নাগাদ আমরা বিনা তর্কে শোভাযাত্রা ও ছায়ানটের বর্ষবরণ প্রাণভরে উপভোগ করেছি। তাতে 'সর্বজনীনতা' ছিল। ছিল না বিভাজনের রাজনীতি। এরশাদের শাসনামলের শেষ দুই বছরে আনন্দ শোভাযাত্রা দেশের জনগণের স্বৈরাচারবিরোধী অবস্থানের 'সর্বজনীন' প্রতিফলন হয়ে উঠেছিল।

কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্থূল অ্যাজেন্ডা সেগুলোর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেনি। তখন জনগণের অবিভাজ্য ভাবনার প্রতিফলন থাকত চারুকলার তৈরি কারুকর্মগুলোয়। ফলে, বিতর্ক থাকত না। গত দশকে বিতর্ক তৈরি হওয়ার মতো কাণ্ডকীর্তি বেড়েছে বলেই বিতর্ক বাড়ছে। ক্ষমতাসীনদের হাতে পড়ে 'সাম্প্রদায়িকতা' ধারণাটিও সরাসরিই রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা হয়ে পড়েছে। বৈশাখ বা নববর্ষের সঙ্গে এমনিতেও 'সাম্প্রদায়িকতা'র কোনোই ঐতিহাসিক সংযোগ নেই। সব যুগে সব কালেই ভিন্নমতধারী ও রক্ষণশীল মানুষ ছিল, আছে ও থাকবে। তাদের হটাতে চাওয়া রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে, 'সর্বজনীন' আনন্দ উদ্‌যাপনের বিষয় বিবেচিত হওয়ার কোনোই যুক্তি থাকতে পারে না।

ক্ষমতাসীনদের একদল দাড়ি টুপিধারী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রয়েছে। তাদের মূর্তি মুখোশ দলীয় শোভাযাত্রায় যথার্থ হতে পারে, কিন্তু সর্বজনীন উদ্‌যাপনে অযথার্থ ও বিভাজনমূলক। হরেদরে দাড়ি টুপিকেই প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীক বোঝাতে চাওয়া মারাত্মক কূপমণ্ডূকতা এবং সেকেলে ও অনাধুনিক জড়চিন্তামাত্র। দেশে দাড়ি টুপিধারী কোটি কোটি অরাজনৈতিক ধর্মানুরাগী সাধারণ মানুষও রয়েছেন। এরূপ প্রদর্শনী তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ ও অপমানের বোধ তৈরি করতে পারে।

আমাদের একটিই চাওয়া 'বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বিভাজনের রাজনীতিওয়ালাদের হাতে কখনোই না পড়ুক এবং আসলেই 'সর্বজনীন' হয়ে উঠুক।

সাময়িকী

যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে চীনের উত্থানে লাভ হচ্ছে কার?

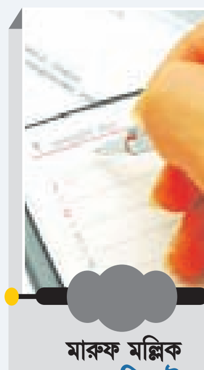

মারুফ মল্লিক
কলামিস্ট

সম্প্রতি চীনের মধ্যস্থতায় ইরান ও সৌদি আরব সন্ধি স্থাপন করেছে। এ সন্ধি আরবের রাজনীতিতে গুরুত্ব বহন করছে। এর ফলে আরবের রাজনীতির খোল নলচে বদলে যেতে পারে। সম্ভবত ইয়েমেনে শান্তি ফিরে আসতে পারে। হুতিদের সঙ্গে সৌদি আরব সরকার আলোচনাও শুরু করেছে। এ সন্ধির প্রভাব অন্যান্য আরব দেশেও পড়তে পারে। কিন্তু আরবের কর্তৃত্ববাদী রাজনীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয় না বরং নতুন করে কর্তৃত্ববাদ গেড়ে বসতে পারে। চীনকে গণতন্ত্রের সহায়ক শক্তি বলে বিবেচনা করা যায় না কখনোই। শুধু আরবেই নয়, বিভিন্ন অঞ্চলেই চীন কর্তৃত্ববাদী শাসকদের হাত করে নিজস্ব প্রভাববলয় তৈরির চেষ্টা করছে। এর কিছু নমুনা প্রতিফলিতও হচ্ছে আঞ্চলিক রাজনীতিতে। ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি না হলেও রাশিয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে চীন। এর আগে সিরিয়ার যুদ্ধেও বাশার আল আসাদের পক্ষে ছিল চীন। তালেবানের সঙ্গেও কয়েক দফা আলোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র কাবুল ছেড়ে যাওয়ার আগে। চীন মূলত তার অর্থনৈতিক শক্তি, অনেক আলোচিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, দক্ষ কূটনীতি ও সামরিক শক্তি দিয়ে বিভিন্ন দেশ ও শক্তিকে নিজেদের পক্ষে আনার কাজ করছে। চীনের এ ধরনের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেই বর্তমান সময়কে চীনের উত্থান পর্ব বলে উল্লেখ করছেন অনেকেই। মোটাদাগে বলা যায়, বিশ্বরাজনীতিতে চীন তার পদচিহ্ন রাখছে বেশ তাৎপর্য নিয়েই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, চীন বিভিন্ন দেশের অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে কাজ করছে। সাধারণ মানুষ ও সুশীল সমাজের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ খুব বেশি নেই। এ কারণে চীনের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিরোধী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। চীন বিশ্বরাজনীতিতে নিজস্ব ইতিবাচক দর্শন বা আদর্শের ধারা তৈরি করতে করতে পারেনি। চীন অগতান্ত্রিক শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে নিজেদের অবস্থা পোক্ত করার চেষ্টা করছে। ফলে, চীনবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠছে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে চীনবিরোধী বিক্ষোভও হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী মুক্তবাজার মডেলের বিপরীতে চীন হিউম্যান অথোরিটি বা মানুষের কর্তৃত্ব নিয়ে বিশ্ব দখল করতে চাইছে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে চীন বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদ ও কর্তৃত্ববাদকে গেড়ে বসার সুযোগ করে দিচ্ছে। এমনও বলা হচ্ছে, চীন বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি ফ্যাসিবাদও রপ্তানি করছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, চীনের এই উত্থানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। স্বভাবতই চীন যুক্তরাষ্ট্রকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছে। রাজনৈতিক আচরণের দিক থেকে বিবেচনা করলে উভয় দেশই আধিপত্যবাদী। উভয়েই কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। এরই অংশ হিসেবে আরবসহ বিভিন্ন অঞ্চলে চীন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আবার যুক্তরাষ্ট্র অনেক দিনে ধরেই চীনের ঘরের কাছে চলে আসার চেষ্টা করছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের জবাব হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইংন্দো প্যাসিফিক জোট গড়ে তুলেছে। চীনের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য বিস্তারের নীতির কারণে কোনো অঞ্চলেই এখন আর যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্বে নেই। উদাহরণ হিসেবে আরব ও দক্ষিণ এশিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের মিত্র সৌদি আরব এখন ইরানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, এটা আগেই বলেছি। ইসরায়েলের নিরাপত্তাসহ আরবের রাজনীতিতে সৌদির নতুন নীতি যুক্তরাষ্ট্রের একক অবস্থানকে দুর্বল করবে। ইতিমধ্যেই সৌদির নীতিনির্ধারকেরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে দর কষাকষি শুরু করেছে। এক মিসরের ওপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আরবের রাজনীতি আগের মতো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।

পাঠকের চিঠি

এক অভিনব উদ্যোগ

আজকের প্রগতিশীল সমাজে নারীরা অনেক এগিয়ে। সামাজিক হোক বা দেশের উন্নয়নশীল কাজে এ প্রজন্মের নারীরা তাদের অবদান রেখে চলেছে।আজ মেয়েরা চাঁদের দেশে পাড়ি জমায়,অতিক্রম করে ইংলিশ চ্যানেল ,ছুঁয়ে যায় পর্বতের চূড়া ।বিমান বাহিনীর চালকের আসনে নারীকে প্রত্যক্ষ করে অপামর দেশবাসী। এই নাগরিক সমাজে নারী আপন ক্ষমতা অর্জন করার শক্তি পেয়েছে আজ।তবুও আজ গ্রাম বাংলার কিছু প্রত্যন্ত এলাকায় নারীদের মধ্যে আজও স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে অনেক সময় বিভিন্ন রোগভোগের স্বীকার হন তারা। তেমনই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত তপশিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত তিনটি গ্রামের মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে এলেন পতিরাম নাগরিক ও যুবসমাজ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠণের মহিলা শাখা শক্তিরুপেণু।ঋতুস্রাব যে মাতৃত্বের এক অঙ্গ সেই বিষয়ে পিছিয়ে পড়া ও দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো হয়। এদিন একশো জন কিশোরী ও মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয় স্যানিটারি ন্যাপকিন।এই কর্মসূচীতে সকল মহিলারাই আমন্ত্রিত ছিলেন বলে যায়।এই ধরনের কর্মসূচী ধারাবাহিক ভাবে চলবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সামাজিক সচেতনতায় শক্তিরুপেণুর এমন অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

শংকর সাহা ,দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

৩৬ দিন ধরে পলাতক থাকা খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহকে অসমের ডিব্রুগড় জেলা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর

ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন, নতুনভাবে সংস্থাপন ১২ টি সিসিটিভি ক্যামেরা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক নাটকের যবনিকা। অবশেষে খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহের শেষ ঠিকানা অসমের ডিব্রুগড় জেলা কেন্দ্রীয় কারাগার। গত ৩৬ দিন ধরে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পলাতক হিসেবে থাকা অমৃতপাল সিংহকে অবশেষে পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডার মোগা জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকাল ৬৪৫ এ তাকে গ্রেফতার করা হলেও প্রায় নটা নাগাদ অমৃতপাল সিংহকে অসমের ডিব্রুগড় জেলা কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই হিসাবে দুপুর তিনটে নাগাদ ডিব্রুগড় কারাগারে পৌঁছে যায় খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহ।

প্রসঙ্গত গত ১৯ মার্চ অমৃতপাল সিংহকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাঞ্জাব পুলিশের অভিযানের ফলে পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভা হয়ে উঠেছিল। তবে এই পরিস্থিতির যাতে অধিক অবনতি না ঘটে সেইদিকে আগাম সর্তকতা নিয়ে পাঞ্জাবের চার খালিস্থানি নেতাকে সর্বপ্রথম বার অসমের ডিব্রুগড় জেলা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। এরপর পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার হওয়া বেশ কয়েকজন খালিস্থানি সমর্থকদের পর্যায়ক্রমে অসমের ডিব্রুগড়ের কারাগারে আনা হয়েছে। এভাবে মোট ৯ জনকে পাঞ্জাব থেকে ডিব্রুগড়ে স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশেষে রবিবার অমৃতপাল সিংহকে এখানে আনার পর বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঞ্জাবের মোট ১০ জন আবদ্ধ রয়েছেন।

গত প্রায় ৩৬ দিন ধরে অমৃতপাল সিংহের খুঁজে বের করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা করেছে পাঞ্জাব পুলিশ। তাকে বহুবার সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গেছে। তবে নিয়মিতভাবে নিজের অবস্থান বদলি করে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিচ্ছিল এই খালিস্থানি নেতা। তবে এদিন অমৃতপাল সিংহকে পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডার মোগা জেলা থেকে গ্রেফতার করেছে পাঞ্জাব পুলিশ। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে না তিনি নিজে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন সেটা এখনো সঠিকভাবে প্রকাশ পায়নি। তবে খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহের গ্রেফতারের পর পাঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটতে পারে এই আশঙ্কা করে তাকে তড়িঘড়ি ডিব্রুগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় বায়ুসানার এক বিশেষ বিমানের মাধ্যমে পাঞ্জাব পুলিশের একটি বৃহৎ দল অমৃতপাল সিংহকে নিয়ে দুপুর ২ টা ১৫ নাগাদ ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর সেখান থেকে এক বিশাল নিরাপত্তার কনভয়ের মাধ্যমে অমৃতপাল সিংহকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসে পাঞ্জাব এবং অসম পুলিশের যৌথ দল।

অমৃতপাল সিংহকে কেন্দ্র করে ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপক কঠোর এবং সুদৃঢ ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারে ৬৯ টি সিসিটিভি সংস্থাপন করা হয়েছে এর মধ্যে বারটি আজই সংস্থাপন করেছে কারাগার কর্তৃপক্ষ। অসম পুলিশ, পাঞ্জাব পুলিশ ছাড়াও অর্ধ সামরিক বাহিনীর জওয়ানদেরও কেন্দ্রীয় কারাগারের নিরাপত্তায় নিযয়েজিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে অমৃতপাল সিংহকে ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে এক পৃথক সেলে রাখা হয়েছে। বর্তমান সেখানে থাকা পাঞ্জাবের বাকি নয় জনের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি বলে এক বিশেষ সূত্র অনুযায়ী জানা গেছে। অসম পুলিশ ছাড়াও পাঞ্জাব পুলিশের একটি বৃহৎ দল অমৃতপাল সিংহের নিরাপত্তার দিকটি তদারক তথা পর্যালোচনা করে সেই হিসেবে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

ছাত্রলীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা

ঢাকা ঃ রাজবাড়ী সদর উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বরাট ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ২৮ বছর বয়সি শেখ সুমন সবুজকে রোববার রাতে নিজ ঘরের জানালা দিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্তরা রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে জানালা দিয়ে গুলি চালালে সবুজ আহত হলে তাঁকে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। সবুজ উড়াকান্দা গ্রামের বাসিন্দা শামসুল আলমের ছেলে। নিহত শেখ সুমন সবুজের চাচা শেখ ফরিদ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, উড়াকান্দা এলাকায় পদ্মা নদীর পাড়ে অবস্থিত গল্পগৃহ রিসোর্টের পাশে সবুজ ও তার কয়েকজন বন্ধু মিলে ডিজিটাল বৈদ্যুতিক নৌকা, জাম্পিং স্লিপারসহ বিনোদনের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে ব্যবসা শুরু করে আসছিলেন। রোববার রাত ১০টার দিকে সবুজসহ তার আরও আটজন পার্টনার, অর্থাৎ মোট ৯ জনের ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও জানালা খুলে রিসোর্টের আয়ের টাকা হিসাব করতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ সবুজের বাড়ির সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুর্বৃত্তরা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এর পর বাড়ির মধ্যে ঢুকে ঘরের জানালা দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। এতে সবুজের কপালে এবং ঘরের মধ্যে থাকা সজীব নামে এক যুবকের পেট ও পায়ে গুলি লাগে। অবস্থা বেগতিক দেখে ঘরের মধ্যে থাকা অন্যরা দরজা খুলে দৌড়ে বাইরে গেলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যান। তাৎক্ষণিক সবুজ ও সজীবকে উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসক দুজনকে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ওয়ার্ড মাস্টার মো. আতিয়ার সমকালকে বলেন, জরুরি বিভাগে আনার পর চিকিৎসক সবুজকে মৃত ঘোষণা করেন। ধারণা করা হচ্ছে, হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মারা গেছেন। গুলিবিদ্ধ সজীব শেখ (২৭) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কি কারণে সবুজকে হত্যা করা হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।এ বিষয়ে রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার এমএম শাকিলজ্জামান বলেন, গুলির ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান পুলিশ সুপার। পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে স্থানীয়ছাত্রলীগনেতা জাহিদুল জানান, সবুজ রাত দশটার দিকে ঘরে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত ঘরের জানালা দিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়।

অঙ্কিতা দত্ত প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসকে আইনি নোটিস অসম পুলিশের

আগামী ২ মে দিনের ১১ টায় দিশপুর থানায় হাজির হবার নির্দেশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ জাতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগলো অসম পুলিশ। কর্ণাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হয়ে অসম পুলিশের একটি দল শ্রীনিবাসের বাসভবনের গেটের দেওয়ালে আইনি নোটিশ লাগিয়ে এসেছে। সেই নোটিশের মাধ্যমে যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস বি ভি'কে আগামী ২ মে দিনের ১১ টায় দিশপুর থানায় হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছে অসম পুলিশ। তাছাড়াও সেই নোটিশের মাধ্যমে তাকে বেশ কিছু অন্যান্য নির্দেশ এবং নীতি-নিয়ম পালনের বিষয়ে জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এই প্রসঙ্গে তাকে দোষারোপ করা অন্যায় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অসম যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তের অভিযোগ অনুযায়ী গত ছয় মাস ধরে যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস তার বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণের করছেন। এই প্রসঙ্গে শুধুমাত্র অভিযোগ উত্থাপন করেই খ্যান্ত না থেকে বহুদূর এগিয়ে গেছেন অঙ্কিতা দত্ত। যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে সরাসরি একগাদা টুইট করার পাশাপাশি তিনি দিশপুর থানায় আনুষ্ঠানিক ভাবে এজাহার দাখিল করেছেন। তাছাড়া সিআইডি কার্যালয়ে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি সিজেএম আদালতে নিজের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিয়েছেন অঙ্কিতা দত্ত। তবে তার এই গতিবিধিকে দল বিরোধী কার্যকলাপ বলে আখ্যা দিয়ে তৎকালীনভাবে তাকে ছয় বছরের জন্য কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

অঙ্কিত দত্তকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করার পরেই পুলিশ আইন হিসেবে নিজের কাজ করবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই হিসেবেই কর্নাটকে একটি দল পাঠিয়েছিল অসম পুলিশ। কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হয়ে অসম পুলিশের দলটি শ্রীনিবাসের বাসভবনের গেটের দেওয়ালে এডিসিপি মৈত্রেয়ী ডেকার স্বাক্ষর যুক্ত একটি আইনি নোটিশ লাগিয়ে এসেছে। মূলত সিআরপিসির ৪১(এ) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশে বলা হয়েছে যে শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে অঙ্কিতা দত্তের লিঙ্গ বৈষম্য মানসিক নির্যাতনের অভিযোগের ফলে এই নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে দিশপুর থানায় ৬৯২২০২৩ নম্বরযুক্ত মামলা রজ্জু করা হয়েছে। কর্ণাটকে উপস্থিত হওয়া অসম পুলিশ দল জানিয়েছে গত ছয় মাস ধরে মানসিক নির্যাতন এবং লিঙ্গ বৈষম্যের অভিযোগ এনে শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে অঙ্কিতা দত্ত লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছিলেন। সেই হিসেবে অসম পুলিশের দলটি কর্নাটকের ব্যাঙ্গালোরে শ্রীনিবাসের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকার ফলে নোটিশটি গেটের দেওয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান শ্রীনিবাস যেখানে রয়েছেন সেখানে নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিশ এর মাধ্যমে তাকে ২ মে তদন্তকারী কার্যালয়ে অর্থাৎ দিশপুর থানায় হাজির হয়ে এই প্রসঙ্গে নিজের বয়ান লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়েছে। তিনি থানায় উপস্থিত হওয়ার পর মামলার তদন্ত অনুযায়ী অসম পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে । অসম পুলিশের দলটি ব্যাঙ্গালোর পুলিশকে সবিস্তার জানিয়ে স্থানীয় পুলিশের এসিপির উপস্থিতিতে এই নোটিশ জারি করেছে।

অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অসম পুলিশ আইন অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফলে এই প্রসঙ্গে তাকে দোষারোপ করা অন্যায় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অসম পুলিশ মূলত একজন মহিলা কংগ্রেস কর্মী দাখিল করা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা ৩৫৪ অনুযায়ী তদন্ত করছে। কংগ্রেসে মহিলা কর্মীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের অভাব। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের আইনি প্রক্রিয়ায় সহায় সহযোগিতা করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ক্যান্টন ফেয়ারের বিশালতা বলছে চীনা উন্মুক্তকরণের গল্প

বেইজিং ঃ শনিবার ১৩৩তম চীন আমদানি-রপ্তানি মেলা বা ক্যান্টন ফেয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। দেশি-বিদেশি অনেক ব্যবসায়ী এতে আগমন করেছেন। ফলে মেলায় অনেক ভিড় দেখা গেছে। এর মাধ্যমে তিন বছর পর পুনরায় অফলাইনে চালু হয়েছে ক্যান্টন ফেয়ার। প্রথমে আমরা কিছু পরিসংখ্যান দেখবো। এবারের মেলার আয়তন আগেকার ১১.৮ থেকে বেড়ে বর্তমানে ১৫ বর্গমিটার ছাড়িয়েছে। স্টোরের সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ হাজারে ছাড়িয়েছে। জানা গেছে, এবারে অফলাইনে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে ৩৪ হাজার ছাড়িয়েছে। নতুন করে ৯ হাজার প্রতিষ্ঠান তাতে অংশগ্রহণ করেছে। অনলাইনে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৯২৮১। এবারের মেলার আকার, আয়তন এবং অংশগ্রহণকারীর দিক দিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এবারের মেলা অনেক চমক দেখিয়েছে। অনেক হাইটেক সবুজ ও স্মার্ট নতুন পণ্যের প্রথম উন্মোচন হয়েছে এখানে। এ মেলায় স্থাপিত হয়েছে নতুন জ্বালানি-চালিত গাড়ি এবং বুদ্ধিমান নেটওয়ার্ক সংযুক্ত গাড়ির প্যাভিলিয়ন। নতুন থিমকে কেন্দ্র করে অনেক নতুন পণ্য প্রদর্শিত হয়েছে এখানে। যেমন চালক বিহীন উড়োযন্ত্র। এটি এ পণ্য প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হচ্ছে। ২৫০ কেজি জিনিস বহন করতে পারে এটি। চালকবিহীন উড়োযন্ত্র ছাড়াও নতুন প্যাভিলিয়নে রয়েছে অন্য চালকবিহীন পণ্যগুলো। যেমন, চালক বিহীন টেক্সি, মালামাল যানবাহন, বাস এবং স্যানিটেশন যানবাহন। যা অনেক ব্যবসায়ীকে টেস্ট ড্রাইভ অভিজ্ঞতা নিতে আকর্ষণ করেছে। এবারের মেলা অনলাইন ও অফলাইনে নতুন পণ্যের জন্য ৩০০টিরও বেশি উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। তাতে শিল্প উৎপাদন, ইলেকট্রনিক হোম যন্ত্রপাতি, ফ্যাশনসহ নানা পণ্য রয়েছে। উল্লেখ্য, মেলায় অনলাইনে প্রদর্শিত নতুন পণ্যের সংখ্যা ৮ লাখ ছাড়িয়েছে, যার মধ্যে নিম্ন কার্বন জনিত পণ্যের সংখ্যা ৫ লাখে দাঁড়িয়েছে। তা মোট পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি। তাতে সবুজায়ন, নিম্ন কার্বন নির্গমন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কার্যকারিতার ওপর প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। এ মেলায় আরেকটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবার প্রাধান্য পেয়েছে। মেলাটিতে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ অর্ধেক এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ ৯০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। অনেক অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান তাদের কয়েক বছর ধরে উদ্ভাবিত নতুন পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছে। পণ্যগুলোর কয়েক দশকের পেটেন্ট রয়েছে। উজবেকিস্তানের জনৈক ক্রেতা বলেন, 'আমরা তিন বছর চীনে আসি নি। আগে কেবল উইচ্যাট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। এবারের মেলায় তাদের পণ্য দেখতে এবং স্পর্শ করতে আসি। খুব ভালো লাগছে।

সংস্কার ও উন্মুক্তকরণ জোরদার করবে চীন ঃ সি চিন পিং

বেইজিং ঃ চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং সম্প্রতি কুয়াং তুং প্রদেশ পরিদর্শনের সময় জোর দিয়ে বলেছেন, কুয়াং তুং প্রদেশে সবার আগে সংস্কার ও উন্মুক্তকরণ নীতি চালু হয়েছে। প্রদেশটি চীনের বৈশিষ্ট্যময় আধুনিকায়ন নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে প্রদেশটির উচিত শক্তিশালী দেশ গঠন এবং জাতীয় পুনরুত্থানের লক্ষ্যে উচ্চ মানের উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি, উন্নয়নের নতুন কাঠামো গঠনের কৌশলগত কর্তব্যকে কেন্দ্র করে, সার্বিকভাবে সংস্কার গভীর করা, উচ্চ মানের উন্মুক্তকরণ বাড়ানো, বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা বাড়ানো, আধুনিক শিল্পব্যবস্থা নির্মাণ, শহর ও গ্রামের সমন্বয় জোরদার করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে দেশকে শীর্ষে রাখা এবং চীনের বৈশিষ্ট্যময় আধুনিকায়নকে শীর্ষে রাখতে হবে।

১০ থেকে ১৩ এপ্রিল সি চিন পিং কুয়াংতুং প্রদেশের চান চিয়াং, মাও মিং এবং কুয়াংচৌ শহরগুলো পরিদর্শন করেছেন।

প্রথম ধাপে তিনি প্রদেশের চাং চিয়াং শহরে যান। তিনি চীনের '৮৬৩ পরিকল্পনা প্রকল্পের' আওতায় সমুদ্রে বীজ লালন-পালনের দক্ষিণাঞ্চলীয় কেন্দ্র, হু কুয়াং থানার ম্যানগ্রোভ বন, সুই ওয়েন বন্দর, বেইবু উপসাগরে কুয়াংতুংয়ের পানি-সম্পদ বিন্যাস প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। এর মাধ্যমে স্থানীয় সামুদ্রিক মৎস্য শিল্প, ম্যানগ্রোভ বনভূমি রক্ষা, সড়কের মান এবং পানি সম্পদ বিন্যাসসহ বিভিন্ন খাতের খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, চীন ১৪০ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার বড় দেশ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় সামুদ্রিক কৃষি খামার নির্মাণ করা যায়। এ ছাড়া বীজ শিল্প হল আধুনিক কৃষি এবং মৎস শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি। ভালোভাবে এই কাজ করতে হবে। ম্যানগ্রোভ বন পরিদর্শনের সময় তিনি বলেন, সামুদ্রিক প্রাকৃতিক সভ্যতা নির্মাণ জোরদার করা হল প্রাকৃতিক সভ্যতা নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মঙ্গলবার সি চিন পিং বো ছিয়াও গ্রাম পরিদর্শন করেছেন। গ্রামে ৪৫৩ হেক্টর জমিতে লিচু চাষ করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্থানটি লিচুর গ্রাম। এখানে লিচু চাষের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি আছে। গ্রামের লিচু চাষের সুবিধাও আছে, বাজারও খুব বড়। গ্রামটির উচিত লিচু চাষ এবং উৎপাদনের প্রযুক্তি আরো উন্নত করা, লিচু শিল্প এবং বৈশিষ্ট্যময় সাংস্কৃতিক পর্যটন শিল্প আরো উন্নত করা।

বুধবার চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং কুয়াংতুং প্রদেশের কুয়াং চৌ শহরে এল জি ডিসপ্লে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এবং জি এ সি আইয়োন নতুন জ্বালানি গাড়ি কোম্পানি পরিদর্শন করেছেন।

পরিদর্শনকালে তিনি স্থানীয় উচ্চ মানের উন্মুক্তকরণ জোরদার করা, উৎপাদন শিল্পের উচ্চ মানের উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং নিজস্ব ব্র্যান্ড গঠনের খোঁজ খবর নেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিজ্ঞান কর্মী এবং সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, চীনের সংস্কার ও উন্মুক্তকরণ নীতির পরিবর্তন হবে না। কখনোই চীনের উন্মুক্ত দরজা বন্ধ হবে না। যেসব দেশ চীনের সঙ্গে সহযোগিতা করে উভয় কল্যাণ পেতে চায়, চীন সেসব দেশের সঙ্গে যৌথভাবে চেষ্টা করবে। যাতে বিশ্ব অর্থনীতির অভিন্ন সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা যায়।

আলভারেজ রিচার্লিসনদের ইংরেজি শিক্ষক কে এই সারা দুকে

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ প্রতি মৌসুমে দলবদলে নতুন নতুন খেলোয়াড়ের আগমন ঘটে ইংল্যান্ডে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য টাকার বস্তা নিয়ে মাঠে নামে ইংলিশ ক্লাবগুলো। দরদামে মিললে কাঙ্ক্ষিত খেলোয়াড়টিকে পেয়েও যায় তারা। কিন্তু সেটি কেবল একটি ধাপ। ফুটবল এখন সাধারণ আরেকটি খেলা নয়। শুধু মাঠে ৯০ মিনিট কাটিয়ে আসাই সব নয়। মাঠের বাইরেও খেলোয়াড়দের নানাভাবে সামাজিক-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। পাশাপাশি ভিনদেশি সতীর্থ ও কোচিং স্টাফদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। আর এ জন্যই প্রয়োজন হয় ভিন্ন ভাষার, যার মাধ্যমে বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। আর এখানেই আসে ইংরেজি শেখার প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বজুড়ে ইংরেজি যেভাবে সমাদৃত, নিজ দেশে তার কদর সম্পর্কে বেশি কিছু না বললেও হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে ইংল্যান্ডে আসা খেলোয়াড়দেরও শিখে নিতে হয় ইংরেজি। আর ইংল্যান্ডে খেলতে আসা বিভিন্ন ক্লাবের একাধিক ভিনদেশি ফুটবলারকে এই ভাষা শেখাচ্ছেন সারা দুকে নামের এক তরুণী।

সারার ছাত্রদের মধ্যে রিচার্লিসন, হুলিয়ান আলভারেজ ও আর্থার মেলো উল্লেখযোগ্য, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ইংরেজি জ্ঞান পোক্ত করছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফুটবলারদের ইংরেজি শিক্ষিকা সারার বাড়ি কিন্তু পর্তুগালে। আর পেশায় তিনি একজন ক্রীড়া আইনজীবীও। ইংরেজি ছাড়া সারা পর্তুগিজ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষায়ও খুব সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন। বিভিন্ন দেশে আইন পেশায় কাজ করার পর সারা অনুবাদের কাজে মনোযোগ দেন। এরপরই চলে আসেন ক্রীড়া দুনিয়ায়। ব্যক্তিগতভাবে ভাষা শেখানোর আগে তিনি পোর্তোয় ভাষা শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় সারা আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পর আলভারেজের সঙ্গে ছবি দিয়ে লিখেছিলেন, 'বিশ্বকাপ উঁচিয়ে ধরা থেকে শুরু করে নতুন ভাষাকে জয় করা, আমার ছাত্ররা সব সীমানা ভেঙে দিচ্ছে। অল্প সময়ে দারুণ উন্নতি দেখিয়েছে।'

অবশ্য এমন নয় যে সারা শুধু ইংরেজি ভাষা শিখিয়ে থাকেন এবং প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড়দেরই শেখান। লা লিগার ক্লাব আলমেরিয়ার লাজারো ভিনিসিয়ুসকে চার মাস স্প্যানিশ ভাষাও শিখিয়েছেন সারা। সারা পাঁচ ধরনের খেলোয়াড়দের নতুন ভাষা শেখার পরামর্শ দিয়েছেন। যাঁদের এরই মধ্যে অন্য দেশে খেলার পরিকল্পনা আছে, যাঁরা অন্য দেশে খেলতে চান, যাঁরা ইউরোপীয় দলে খেলতে চান, যাঁরা নিজেদের জাতীয় দলে জায়গা পেয়েছেন এবং যাঁরা লম্বা সময় ধরে চোটে আক্রান্ত।

বলবার্নি-স্টার্লিংয়ের আক্ষেপের দিনে আয়ারল্যান্ডের দাপট

আয়ারল্যান্ড ঃ অ্যান্ডি বলবার্নি ৫ রানের আক্ষেপ করতেই পারেন। ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরির এত কাছে এসে থামলে আক্ষেপ তো থাকারই কথা তাঁর। আক্ষেপ করতে পারেন পল স্টার্লিংও। যেভাবে খেলছিলেন, ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটি মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। তাঁকে থামতে হয় চোট পেয়ে। তবে গলে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে দল হিসেবে কোনো আক্ষেপ থাকার কথা নয় আয়ারল্যান্ডের।

প্রথম টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হারের পর ঠিক পরের টেস্টের প্রথম দিনই যে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাঁরা। বলবার্নি-স্টার্লিংয়ের পর লরকান টাকারের ফিফটিতে প্রথম দিনই আয়ারল্যান্ড ৪ উইকেটে তুলেছে ৩১৯ রান। বাংলাদেশের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা টাকার দিনশেষে অপরাজিত আছেন ৭৮ রানে, তাঁর সঙ্গী কার্টিস ক্যাম্ফার ব্যাটিং করছেন ২৭ রানে। দুজনের ৮৭ রানের জুটি অবিচ্ছিন্ন এখনো।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা আয়ারল্যান্ডের হয়ে জেমস ম্যাককলামের সঙ্গে ওপেনিংয়ে আসেন পিটার মুর, সে জুটি টেকেনি ৪ ওভারও। চতুর্থ ওভারে আসিতা ফার্নান্ডোর ফুল লেংথের বলে এলবিডব্লু হন মুর, শ্রীলঙ্কা সে উইকেট পায় রিভিউ নিয়ে। প্রথম ঘণ্টায় ফেরেন ম্যাককলামও, প্রবাত জয়াসুরিয়ার বলে উইকেটের পেছনে ভালো ক্যাচ নেন সাদিরা সামারাবিক্রমা।

অধিনায়ক বলবার্নি ও হ্যারি টেক্টরের জুটি দ্রুত ২ উইকেটের চাপ সামাল দেয় অনেকটাই। বলবার্নি শুরু থেকেই ছিলেন আক্রমণাত্মক, প্রথম ২৮ বলেই করেন ৩০ রান। আইরিশ অধিনায়ক ফিফটি পূর্ণ করে ফেলেন মাত্র ৪৩ বলেই, তাঁর মাইলফলক আসে রমেশ মেন্ডিসকে টানা দুই চারে। সে সময় বলবার্নি ও টেক্টর টানা ৩ ওভারে দুই স্পিনার জয়াসুরিয়া ও মেন্ডিসকে মারেন ৬টি চার।

অতি-আক্রমণাত্মক মানসিকতা অবশ্য বিপদ ডেকে আনে টেক্টরের, জয়াসুরিয়াকে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তুলে মারতে গিয়ে ধরা পড়েন দিনেশ চান্ডিমালের হাতে। এর আগে একবার রিভিউ নিয়ে বেঁচেছিলেন এলবিডব্লু থেকে। শেষ পর্যন্ত তিনি থামেন ১৮ রান করেই, বলবার্নির সঙ্গে তাঁর জুটিতে আসে ৪৬ রান।

নেমেই আক্রমণে যান স্টার্লিংও। মুখোমুখি প্রথম বলেই সুইপের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও তৃতীয় বলে স্লগ সুইপে জয়াসুরিয়াকে ছক্কা মেরে রানের কলাম শুরু করেন তিনি। মধ্যাহ্নবিরতিতে আয়ারল্যান্ড যায় ৩ উইকেটে ১০৬ রান নিয়ে।

দ্বিতীয় সেশনে আয়ারল্যান্ড কাটায় দারুণ এক সময় বলবার্নি ও স্টার্লিংয়ের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে। একটা সময় নিয়মিত বাউন্ডারি আসতে থাকে, শ্রীলঙ্কান স্পিনাররাও সে সময় ধারাবাহিকভাবে চাপ তৈরি করে যেতে পারেননি। স্টার্লিং টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি পান ৬৪ বলে। চা-বিরতির আগে অবশ্য কমে আসে রানের গতি, সে সময় ৬ ওভারে আসে মাত্র ৭ রান। তবে সেশনে কোনো উইকেট না হারিয়েই ৯৩ রান তোলে আয়ারল্যান্ড, সেঞ্চুরির সুবাস নিয়ে বিরতিতে যান বলবার্নি ও স্টার্লিং দুজনই।

সে সেঞ্চুরি অবশ্য দুজনের কেউই পাননি আজ। মাংসপেশীর টান নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় স্টার্লিংকে, বিরতির পর তৃতীয় ওভারেই। লরকান টাকার এসে ইতিবাচক ছিলেন, কিন্তু বলবার্নির সঙ্গে জুটিটা বড় হয়নি। চার মেরে ৯৫ রানে যাওয়া বলবার্নি আউট হন অদ্ভুতভাবে মেন্ডিসকে সুইপ করতে চেয়েছিলেন, বল তাঁর ব্যাটের পিঠে লেগে যায় স্লিপে ধনঞ্জয়া ডি সিলভার হাতে। আয়ারল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে নড়বড়ে নব্বইয়ে আউট হওয়া প্রথম ব্যাটসম্যান হলেন তিনি।

বলবার্নি ওভাবে ফিরলেও ইতিবাচকই থাকেন টাকার। কার্টিস ক্যাম্ফারও ভালো সঙ্গ দেন তাঁকে। ৮০ ওভারের পরই দ্বিতীয় নতুন বল নেয় শ্রীলঙ্কা, টাকার ও ক্যাম্ফার বেছে নেন আক্রমণেরই পথ। বিশ্ব ফার্নান্ডোকে ফ্লিক করে চার মেরে ৭১ বলে ফিফটি ছুঁয়ে ফেলেন টাকার। টাকার বাউন্ডারি পান নিয়মিতই, সুযোগ পেলে শট খেলেন ক্যাম্ফারও। টাকারের বিপক্ষে দুটি রিভিউও খরচ করে ফেলে মরিয়া শ্রীলঙ্কা।

এমবাপ্পে চান, মেসিকে রেখে দিক পিএসজি

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসির ভবিষ্যৎ এখনো ঠিক হয়নি। এ মৌসুমের শেষে পিএসজির সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। কিন্তু এখনো নতুন চুক্তি নিয়ে একমত হতে পারেনি দুই পক্ষ। কখনো গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বার্সেলোনায় নাম লেখাবেন। কখনো আবার শোনা যাচ্ছে সৌদি আরবের ক্লাব আল-হিলাল তাঁকে পেতে চাইছে। কেউ কেউ আবার বলছেন এমএলএসের দল ইন্টার মায়ামি চায় তাঁকে। চোটের কারণে পুরো মৌসুমের জন্যই মাঠের বাইরে ছিটকে পড়েছেন নেইমার। এই ফাঁকে পিএসজিতে মেসি-এমবাপ্পে জুটি বেশ জমে উঠেছে। চলতি মৌসুমে ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'তে এমবাপ্পের ২২ গোলের ১০টিই এসেছে মেসির অ্যাসিস্ট থেকে। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এক দলের নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়কে এতগুলো অ্যাসিস্ট করেননি আর কেউ। এ দুটি দৃশ্য থেকে দুটি প্রশ্ন সামনে এসে পড়েছে। প্রথমটি-মেসির ভবিষ্যৎ আসলে কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন-মেসিকে কি ছাড়তে চাইবেন এমবাপ্পে? পিএসজির হয়ে একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার জেদ যেন চেপে বসেছে এমবাপ্পের মধ্যে। আর সেই জেদ পূরণ করতে হলে মেসিকে পাশে পাওয়াটা যে খুব দরকার, এটা খুব ভালো করেই জানেন পিএসজির ফরাসি ফরোয়ার্ড। সব মিলিয়ে ফরাসি সংবাদমাধ্যমের খবর, মেসিকে পিএসজি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে দিতে চান না এমবাপ্পে। লেকিপ খবর ছেপেছে, যেকোনো মূল্যে মেসিকে পিএসজিতে রাখতে চান তিনি। শুধু মেসিই যে এমবাপ্পেকে দিয়ে গোল করাচ্ছেন, তা নয়। এমবাপ্পেও মাঠে মেসিকে খুঁজে নিতে ভালোবাসেন। ২০২১ সালে মেসি পিএসজিতে নাম লেখানোর পর সব মিলিয়ে তিনি এমবাপ্পেকে অ্যাসিস্ট করেছেন ১৯টি। এমবাপ্পেও মেসিকে দিয়ে করিয়েছেন ১১টি গোল। এখন দেখার বিষয়, আগামী মৌসুমে এ যুগলবন্দী পিএসজিতে থাকে কি না। মেসির নতুন চুক্তি নিয়ে মূল বাধাটা এমবাপ্পে আর তাঁর বেতনের পার্থক্য। গুঞ্জন আছে, মেসি পিএসজিতে এমবাপ্পের সমান বেতন চাইছেন।

টেন্ডুলকার মনে করেন, ক্রিকেটকে জটিল করে ফেলা হয়েছে

কলকাতা ঃ ৫০ বছরে পা রাখলেন শচীন টেন্ডুলকার। জীবনের সুবর্ণজয়ন্তীতে হালের ক্রিকেট নিয়ে নিজের ভাবনা জানিয়েছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার। তবে বর্তমান সময়ে ক্রিকেটের আইনকানুন নিয়ে যে ধরনের অদলবদল আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তাতে মোটেও খুশি নন 'লিটল মাস্টার'। ক্রিকেটের সম্ভব-অসম্ভব প্রায় সব ধরনের রেকর্ড যিনি নিজের করে নিয়েছেন, সেই মানুষটিই ক্রিকেট আইনের পাইকারি সংযোজন-বিয়োজনে মোটেও খুশি নন। শচীন টেন্ডুলকার মনে করেন, ক্রিকেট খেলাটাকে খানিকটা জটিলই করে ফেলা হয়েছে। গত কয়েক বছরে ক্রিকেটের আইনে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। করোনাকালে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য রক্ষায় বলে থুতু লাগানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম দিকে এ নিয়ে নানা কথাবার্তা থাকলেও ব্যাপারটি এখন সবার গা-সওয়া হয়ে গেছে। অর্থাৎ, বলে থুতু লাগানো এখন পুরোপুরি বন্ধ। একই সঙ্গে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দুটি নতুন বল ব্যবহার করার নিয়ম বোলারদের জন্য রিভার্স সুইং পাওয়া কঠিন করে দিয়েছে।

এই বিষয়গুলো নিয়েই নিজের ৫০তম জন্মদিনের আগে নিউজ১৮-কে টেন্ডুলকার জানিয়েছেন, 'ক্রিকেট খেলাটা এখন কঠিন হয়ে গেছে।' সেই সঙ্গে 'আম্পায়ার্স কল' বিষয়টি একেবারেই তাঁর মাথায় ঢোকে না বলে মন্তব্য করেছেন।

ক্রিকেটে রিভিউয়ের সময় আম্পায়ার্স কল সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদেরও বিভ্রান্ত করে। টেন্ডুলকার জানিয়েছেন, এই আম্পায়ার্স কল নিয়মটি কী উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে, সে বিষয়টিই তাঁর বোধগম্য নয়। প্রতিটি 'আম্পায়ার্স কল' সিদ্ধান্তে ব্যাটসম্যান ও বোলাররা নিজের অসন্তুষ্টি লুকাতে পারেননি, 'আমরা বারবার নিয়ম বদল করছি বলেই সবকিছু কঠিন হয়ে যাচ্ছে ক্রিকেটে। আমাদের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ধরেই থাকা উচিত। যদি সেই নিয়ম ঠিকভাবে কাজ করে, তাহলে জটিলতা তৈরি হবে না। একটা কথা মনে রাখা উচিত, ক্রিকেটের তিনটি ভিন্ন সংস্করণ। দুনিয়াতে খুব কম খেলাই আছে, যেটি তিনভাবে খেলা হয়। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না, ক্রিকেটের আইন যাঁরা তৈরি করেন, তাঁরা আসলে কী ভাবেন।'

রিভিউ পদ্ধতি নিয়ে টেন্ডুলকারের মূল্যায়ন, 'আমি এত কিছু বুঝি না। আমি বুঝি, বল যদি স্টাম্পের যেকোনো জায়গায় লাগে, তাহলে আউট। এটি দুই দলের জন্যই প্রযোজ্য। রিভিউয়ের সময় যখন টেলিভিশন আম্পায়ার রায় দেন, তখন আমার মনে হয়, মাঠের মধ্যে অনেকেই সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্তুষ্ট হন না। আম্পায়ার্স কল রিভিউতে কেন থাকবে? যেহেতু মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রিভিউ নেওয়া হয়েছে, তাই চূড়ান্ত বিচারে তাঁর সিদ্ধান্ত কেন প্রভাব বিস্তার করবে?'

টেন্ডুলকার রসিকতা করে পুরো ব্যাপারটিই বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'আমার কাছে জিনিসটা মনে হয়, একটা কাপে একটু চা আর একটু কফি মিশিয়ে নাড়া দেওয়া। মাঠের আম্পায়ারের একটা সিদ্ধান্ত মানছি না বলেই তো থার্ড আম্পায়ারের কাছে যাওয়া। তাহলে আবার মাঠের আম্পায়ারের কাছে ফেরা কেন! আমি মনে করি, এভাবে চলে না।'

টেন্ডুলকার এখন পর্যন্ত ক্রিকেট ইতিহাসের একমাত্র ক্রিকেটার, যিনি ২০০টি টেস্ট খেলেছেন। টেস্টে ১৫৯২১ রান করেছেন ৫৩.৭৮ গড়ে। সেঞ্চুরি ৫১টি, ফিফটি ৬৮। ৪৬৩ ওয়ানডেতে ৪৪.৮৩ গড়ে রান ১৮৪২৬। সেঞ্চুরি ৪৯টি, ফিফটি ৯৬টি। টেস্টে সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ২৪৮। ওয়ানডেতে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে করেছিলেন ডাবল সেঞ্চুরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মালিক ১০০ সেঞ্চুরির। ক্যারিয়ারে একটিই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন। ১০ রান করে আউট হয়েছিলেন সেটাতে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে টেন্ডুলকারের রান ২৫ হাজারেরও বেশি।

কেনিয়ায় 'অনশনে মৃত্যুবরণের ধর্মবিশ্বাস' তদন্তে ২১টি মরদেহ উদ্ধার

মালিন্দি ঃ কেনিয়ায় একজন খ্রিস্টান ধর্মগুরু তার অনুসারীদের আমৃত্যু অনশনের নির্দেশ দিয়েছেন - এমন অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ উপকূলীয় মালিন্দি শহরের কাছ থেকে কবর খুঁড়ে ২১টি মরদেহ উদ্ধার করেছে।

এসব মৃতদেহের অনেকগুলোই শিশুদের। পুলিশ ধারণা করছে এমন আরও মরদেহ পাওয়া যাবে।

শাকাহোলা নামে একটি জঙ্গলে অগভীর কবরের ভেতর এসব মরদেহ পাওয়া গেছে।

সেখান থেকে গত সপ্তাহে গুড নিউজ ইন্টারন্যাশনাল চার্চ নামে একটি খ্রিস্টান উপগোষ্ঠীর ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ঐ গোষ্ঠীর গুরু পল ম্যাকেঞ্জি এনথেঙ্গেকে আটক করেছে । কেনিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভি কেবিসি মি. এনথেঙ্গেকে একজন ধর্মগুরু বলে বর্ণনা করেছে। খবরে বলা হয় অনশনে মৃত্যুবরণের সাথে সম্পর্কিত ৫৮ টি কবর সনাক্ত করা হয়েছে।

এসব কবরের একটিতে একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য - বাবামা এবং তিন সন্তান থাকতে বলে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মি. ম্যাকেঞ্জি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, কিন্তু আদালত তাকে জামিন দেয়নি। ঐ ব্যক্তি দাবি করেন ২০১৯ সালে তিনি তার গির্জা বন্ধ করে দেন।

এই ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে অভিযোগ - তিনি তার অনুসারীদের খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত অভুক্ত থাকতে বলতেন।

কেনিয়ার দৈনিক দি স্ট্যান্ডার্ড লিখেছে উদ্ধার করা মরদেহগুলোর ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা করা দেখা হবে যে সত্যিই না খেয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছিল কিনা।

জঙ্গলে একটি কবরে পাঁচ জনের মরদেহ উদ্ধারের পর ১৫ই এপ্রিল পুলিশ মি. ম্যাকেঞ্জিকে আটক করে।

মালিন্দি সোশ্যাল জাস্টিস সেন্টার নামে স্থানীয় একটি মানবাধিকার গোষ্ঠীর ভিক্টর কাউডো একটি টিভিকে বলেন, আমরা জঙ্গলের ভেতর একটি জায়গায় গিয়ে দেখি অনেক লম্বা একটি ক্রস পোঁতা। আমরা বুঝে যাই ঐ কবরে কমপক্ষে পাঁচটি মরদেহ রয়েছে।

দি স্টান্ডার্ডের রিপোর্টে অভিযোগ করা হয় ঐ ধর্মগুরু তিনটি গ্রামের নাম দিয়েছিলেন - নাজারেথ, বেথলেহেম এবং জুদেয়া।

তিনি তার অনুসারীদের স্থানীয় একটি পুকুরের জলেতে 'পূত পবিত্র' হয়ে তাদেরকে অনশন শুরুর নির্দেশ দেন। কেনিয়ায় ধর্মবিশ্বাস খুবই গভীর। এর আগেও বিভিন্ন সময় অনিয়ন্ত্রিত গির্জা এবং ধর্মগুরুদের ফাঁদে পড়ে বিপদগ্রস্ত হওয়ার খবর বেরিয়েছে।

মালিতে আবারো সহিংসতা, ১০ বেসামরিক ব্যক্তি ও ৩ সেনা সদস্য নিহত

মালি ঃ মালির সরকার জানিয়েছে, আবার জঙ্গি তৎপরতা শুরু হওয়ায়, দেশজুড়ে একাধিক সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এসব সহিংসতায় ১০ বেসামরিক ব্যক্তি ও ৩ সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। এসময় হত্যা করা হয়েছে ৮৮ জন জিহাদিকে ।

মালি সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার ভোরে সন্দেহভাজন জিহাদিরা মধ্যাঞ্চলীয় মোপতি প্রদেশের সেভার বিমানবন্দর এলাকায় গাড়ি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হামলা চালায়। এ হামলায় ১০ বেসামরিক ব্যক্তি নিহত ও ৬১ জন আহত হন।

বিবৃতিতে আরো জানানো হয়,আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনীর কালজয়ী দৃঢ়তাকে ধন্যবাদ, তারা সম্পূর্ণ নিজেদের রসদ ব্যবহার করে হামলাকারীদের পরাস্ত করেছে এবং ২৮ জঙ্গিকে হত্যা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, পৃথক ঘটনায় মালির সেনাবাহিনী মৌরদিয়াতে একটি জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় ধ্বংস করেছে এবং বোনিতে ৬০ জঙ্গিকে হত্যা করেছে।

বোনির অবস্থান মোপতি অঞ্চলে আর, মৌরদিয়ার অবস্থান মৌরিতানিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি কৌলিকোরো অঞ্চলে। নারার গভর্নরের কার্যালয় শনিবার এক বিবৃতিতে জানায়, মৌরদিয়া থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে, নারার উদ্দেশে রওনা হওয়া মালির সশস্ত্র বাহিনীর একটি রসদ সরবরাহ বহর অতর্কিত হামলার শিকার হয়।

মঙ্গলবার একটি সরকারি প্রতিনিধিদল নারার কাছাকাছি একটি এলাকায় একই ধরনের অতর্কিত হামলার শিকার হয়। সে সামলায় মালির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেঃটের চিফ অফ স্টাফ এবং অপর ২ ব্যক্তি নিহত হন। হামলার দায় স্বীকার করেছে আল কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জামাআ'ত নাসর আল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন।

সরকারের বিবৃতিতে জানানো হয়, শনিবার বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে রাজধানী বামাকোর একটি আবাসিক এলাকায় ভূপাতিত হলে, সামরিক বাহিনীর ৩ ক্রু সদস্য নিহত হন এবং আহত হন ৬ বেসামরিক ব্যক্তি।বিবৃতিতে বলা হয়, বামাকোতে একটি নিয়মিত আকাশ নজরদারি অভিযান শেষে হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত হয়।

২০১২ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলে জিহাদি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়ার পর থেকে নিরাপত্তা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে মালি। ২০২০ সালের আগস্ট থেকে মালি শাসন করছে একটি সামরিক জান্তা।

সামরিক জান্তা, জিহাদ বিরোধী যুদ্ধে দীর্ঘ দিনের মিত্র ফ্রান্স ও পশ্চিমের অন্য অংশীদারের সঙ্গে মৈত্রী ভঙ্গ করেছে। এর পর, জান্তা সরকার সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে রাশিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

ইউক্রেন যুদ্ধে লড়ার জন্য ৪ লাখ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করার কথা ভাবছে রাশিয়া

মাস্কো (ওয়েবডেস্ক)ঃ যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক রবিবার টুইটারে প্রকাশিত হালনাগাদ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, রাশিয়া তার ইউক্রেন যুদ্ধে লড়ার জন্য নিয়োগ করতে প্রকৃত বীরদের(রিয়েল ম্যান)সন্ধান করছে।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আরো জানিয়েছে, বিলবোর্ড, টিভি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত নতুন বিজ্ঞাপনে, রুশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য আর্থিক পুরস্কারের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।তবে, রাশিয়ার লক্ষ্য অনুযায়ী ৪ লাখ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দেয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দৈনিক হালনাগাদ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে শনিবার জানানো হয়েছে যে রাশিয়া ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতার পক্ষে যে মূল উপাখ্যান রচনা করেছে, সেই উপাখ্যানকে সত্যি প্রমান করতে এখন লড়ছে। রুশ উপাখ্যানটি হলো, ইউক্রেনে আগ্রাসনের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত অভিজ্ঞতার অনুরূপ।

এ মাসের শুরুতে রাশিয়া নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ইমমরটাল রেজিমেন্টের গ্রেট প্যাট্রিওটিক ওয়ার স্মারক পদযাত্রা বাতিল করে।মন্ত্রক জানায়,বাস্তবে, কর্তৃপক্ষ খুব সম্ভবত উদ্বিগ্ন ছিলো যে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে রাশিয়ার সাম্প্রতিক ক্ষয়ক্ষতি ফুটে উঠতে পারে।

রুশ সামরিক বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সংখ্যা কমিয়ে বলে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম আরএফইআরএলের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ৪ মাস আগে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের শহর মাকিয়িভকায় ইউক্রেনের হামলায় ৪শ' রুশ সেনা নিহত হয়। তবে, আনুষ্ঠানিকভাবে ৮৯ জনের মৃত্যু নথিভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, (রুশ) সরকারের স্বচ্ছতার অভাবে, অনেক রুশ নাগরিক নিরুপায় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়দের খোঁজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইউক্রেন হামলা নিয়ে রাশিয়ার আরেকটি উপাখ্যান হচ্ছে, তারা ইউক্রেনকে নাৎসিমুক্ত করার জন্য দেশটিতে আগ্রাসন চালিয়েছে। তবে ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বন্ধু ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন, ইউক্রেনে নাৎসি উপস্থিতি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন।এর ফলে,এবিষয়ে রাশিয়ার যুক্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

সুদান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস কর্মীদের সরিয়ে আনলেন স্পেশাল অপারেশন্স বাহিনীর সদস্যরা

সুদান ঃ রবিবার দিনের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল অপারেশন্স বাহিনী, খার্তুমে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রদূতাবাস থেকে কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সফলভাবে সরিয়ে এনেছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ অভিযানে সময় লেগেছে ১ ঘণ্টারও কম। এর আগে শনিবার দিনের শেষে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, খার্তুম দূতাবাসের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। ব্লিংকেন বিবৃতিতে জানান, সুদানের সশস্ত্র বাহিনী ও র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) এর মধ্যে চলমানে সংঘাতের কারণে সৃষ্ট গুরুতর ও ক্রমশ বাড়তে থাকা নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তিনি সাময়িকভাবে দূতাবাস বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, এই সংঘাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন। শনিবার দিনের শেষে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আলাদা করে বিবৃতিতে জানান, কূটনীতিবিদদের সরিয়ে আনার কাজ শেষ হয়েছে। এই অভিযানে যুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ধন্যবাদ জানান তিনি। বাইডেন বলেন,আমি দূতাবাস কর্মীদের অসামান্য অঙ্গীকারবদ্ধতায় গর্বিত, যারা সাহস ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সুদানের জনগণের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ও সংযোগ তৈরি করেছেন। বাইডেন আরো বলেন, যেসব সেনা সদস্য তাদেরকে সাফল্যের সঙ্গে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে এনেছেন, আমি তাদের তুলনাহীন দক্ষতার প্রতি কৃতজ্ঞ। বাইডেন, অভিযানের সাফল্যের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য, জিবুতি, ইথিওপিয়া ও সৌদি আরবকে ধন্যবাদ জানান। কর্মকর্তারা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭০ জন নাগরিককে দূতাবাস থেকে বিমানে করে ইথিওপিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। এক কর্মকর্তা জানান, সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে অবস্থানরত অন্যান্য দেশের কূটনীতিকদেরও এ অভিযানে সরিয়ে আনা হয়। তারা জানান, শনিবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের কাছ থেকে চলমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ পাওয়ার পর বাইডেন এই আদেশ দেন। উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টকে জানান, খুব শিগগির এ সংঘাতের অবসান হচ্ছে না।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
25:04:2023

রানা প্লাজা ধস : ১০ বছরে মামলার অগ্রগতি সামান্য, ক্ষতিপূরণ নিয়ে এখনো আক্ষেপ

ঢাকা (এজেন্সী) : বাংলাদেশের ঢাকায় রানা প্লাজা ধসে হাজারো শ্রমিক হতাহতের ঘটনার এক দশক পেরিয়ে গেলেও এখনও মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সারওয়ার হোসেন জানিয়েছেন, মামলার ৫৯৪ জন সাক্ষীর মধ্যে এতদিনে মাত্র ৩৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে। বিচারের এই দীর্ঘসূত্রতায় নিহতের পরিবার ও আহতরা তাদের জীবদ্দশায় ন্যায়বিচার পাবেন কী না তা নিয়েই সংশয়ে আছেন। শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারগুলোকে এতো বছরেও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। আহতদের পুনর্বাসন হয়নি। শ্রমিকদের দাবি, তাদের বেশিরভাগ কাজে ফিরতে না পারায় অনেকেই মানবেতর জীবন যাপন করছেন। যদিও বিজিএমইএ বলছে, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন বাবদ সব ধরণের সহায়তাই দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল ঢাকার সাভার বাসস্ট্যান্ডের কাছে রানা প্লাজা নামে আটতলা ভবনটি সকাল ৯টার দিকে ধসে পড়ে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনআইএলও এর হিসাব মতে ওই ঘটনায় ১১৩২ জন নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন পোশাক শ্রমিক। আহত অবস্থায় উদ্ধার হন প্রায় আড়াই হাজার। যাদের অনেককেই আজীবন পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে। এই ঘটনাটিকে বিশ্বের ভয়াবহতম 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্র্যাজেডি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। যার প্রভাবে সে সময় বাংলাদেশে শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল।

পুতিনকে সমর্থন না করলে রাশিয়ায় সেন্সরশিপে পড়ছেন শিল্পীরা

মাস্কো : ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার শিল্পী সমাজ দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

যারা ইউক্রেনে রুশ অভিযানকে সমর্থন করেন, তারা পাচ্ছেন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু যারা এর বিপক্ষে তাদের ওপর এখন তৈরি হয়েছে প্রচণ্ড চাপ – যাতে তারা তাদের কাজে সরকারি লাইন অনুসরণ করে চলেন।

রাশিয়াতে মুখ খুললে আপনাকে দিতে হতে পারে চরম মূল্য ।

আপনি হয়তো খুন হয়ে যাবেন, নয়তো আপনার জেল হবে, বা দেশ ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হবে। আর আপনি যদি সংস্কৃতি জগতের লোক হন –তাহলে হয়তো আপনাকে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম বা অনুষ্ঠান থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হবে।

আন্দ্রেই ম্যাকারেভিচ হচ্ছেন এমনি একজন।

তিনি 'মাশিনা ভ্রেমেনি' নামে একটি রক গ্রুপের গায়ক ছিলেন এবং রাশিয়ার সবচেয়ে সুপরিচিত পারফর্মারদের একজন।

ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়ায় সরকারের নীতির সমালোচনা করার পর তিনি এখন পরিত্যক্ত এক শিল্পী।

আন্দ্রেই ম্যাকারেভিচের উত্থান হয়েছিল সোভিয়েত যুগে। মিখাইল গরবাচেভের সংস্কারের পর রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভিতে একসময় তাকে বলা হতো পেরেস্ত্রোইকার বীটল।

কিন্তু ম্যাকারেভিচ ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন প্রেসিডেন্ট পুতিনের একজন কড়া সমালোচক।

রাশিয়া যখন ২০১৪ সালে প্রথমবার ইউক্রেনে অভিযান চালায়, তখন ম্যাকারেভিচ একটি গান লিখেছিলেন – আমার দেশ পাগল হয়ে গেছে। সেসময় যুদ্ধ বিরোধী সমাবেশগুলোতেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

তার পরে যা হলো – রাশিয়ার নানা প্রান্তে ম্যাকারেভিচের অনেকগুলো অনুষ্ঠানে একে একে বাতিল হয়ে গেল। ম্যাকারেভিচ অভিযোগ আনলেন, ক্রেমলিন তাকে হয়রানি করার এক অভিযানে নেমেছে।

গত বছর ফেব্রুয়ারিতে যখন রাশিয়াইউক্রেন পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হলো, তখন ম্যাকারেভিচের এক বিরাট মোহভঙ্গ হলো। তিনি রাশিয়া ছাড়লেন।

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করাটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। লোকে এখন অনেক বেশি অজ্ঞ এবং আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে – এক সাক্ষাতকারে বলেন তিনি।

নিকোলাই রাস্টোরগায়েভ, 'পুতিনের প্রিয় ব্যান্ডের' গায়ক এর বিপরীত মেরুতে আছেন নিকোলাই রাস্টোরগায়েভ – যিনি রাষ্ট্রের আনুকুল্যপ্রাপ্ত একজন শিল্পী। লিউব নামে একটি গ্রুপ – যাকে প্রায়ই বর্ণনা করা হয় 'পুতিনের প্রিয় ব্যান্ড' বলে – তার লিড গায়ক তিনি।

তিনি ইউক্রেনে রাশিয়ার নীতি এবং 'বিশেষ সামরিক অপারেশনের' একজন উচ্চকণ্ঠ সমর্থক।

ম্যাকারেভিচ রাশিয়ায় অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাননি, কিন্তু রাস্টোরগায়েভ দেশটির সেরা সব মঞ্চে বছরের পর বছর ধরে সহজেই অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাচ্ছেন।

মস্কোতে ২০১৪ সালের ১৫ই মার্চ একটি শান্তি মিছিলের পর ইউক্রেন বিরোধী কর্মীদের হাতে ম্যাকারেভিচের মার খাবার উপক্রম হয়েছিল। সেই দিনই রাজধানীর অলিম্পিক স্টেডিয়ামে লিউব তাদের ২৫তম বার্ষিকী উদযাপন করে।

তার পরদিনই রাস্টোরগায়েভের ব্যান্ড ক্রাইমিয়াতে একটি অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানটি ছিল সেখানে এক ভোটের সমর্থনে – যেটি কোন আন্তর্জাতিক সমর্থন পায়নি, কিন্তু ক্রেমলিন তা ব্যবহার করেছিল ক্রাইমিয়াকে রাশিয়ার অঙ্গীভূত করে নেবার বৈধতা পাবার জন্য।

রাস্টোরগায়েভ এবং তার ব্যান্ড রাশিয়ার সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম লুঝনিকিতেও অনুষ্ঠান করেছেন। ক্রেমলিনের আয়োজিত সেই গণসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও।

অধিকৃত ক্রাইমিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী সেতুর উদ্বোধনকে নিয়ে লিউব একটি গানও রচনা করেছে।

এই ব্যান্ডটির প্রভাব কতখানি তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে।

রাজনৈতিক বিরোধীদের সন্ধানে মস্কোর একটি বারে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল । সেখানে বারের মালিকরা যে সরকারের সমর্থক তার প্রমাণ হিসেবে পুলিশ তাদের লিউবের একটি গান গাইতে বাধ্য করেছিল।

নিকোলাই রাস্টোরগায়েভের ওপর এখন ইইউর নিষেধাজ্ঞা আছে। ক্রেমলিনের ভুয়া তথ্য ও তথ্যবিকৃতির ক্ষেত্রে তাদের ভুমিকার কারণে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

ম্যাকারেভিচের মত অসংখ শিল্পী যারা ক্রেমলিনের সমালোচক – তাদেরকে সরকারিভাবে বিদেশী এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাশিয়ার সিনেমা ও থিয়েটার জগতের তারকাদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে এক গভীর বিভক্তি।

নিকিতা মিখালকভ হচ্ছের রাশিয়ার সবচেয়ে নন্দিত অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালকদের অন্যতম।

তার অভিনীত ও পরিচালিত ' বার্নট বাই দ্য সান' ১৯৯৪ সালে অস্কার জয় করে। সোভিয়েত নেতা স্টালিনের সময়কার ত্রাসের রাজত্বে ক্ষতবিক্ষত মানুষদের জীবন নিয়ে তৈরি এই ছবিটি।

মিখালকভের চিন্তাভাবনা ক্রেমলিনের সরকারি আদর্শের খুবই কাছাকাছি। তিনি একজন ধার্মিক রক্ষণশীল, এবং তার মতাদর্শ চরমভাবে পশ্চিমা বিরোধী ।

তিনি 'বেসোগন' নামে একটি টিভি অনুষ্ঠান করেন – যা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত হয় এবং তার দর্শকদের মধ্যে ভ্লাদিমির পুতিনও আছেন। এ অনুষ্ঠানে তিনি পশ্চিমা বিরোধী ষড়যন্ত্র তত্ত্বও শেয়ার করেছেন।

মিখালকভ প্রেসিডেন্ট পুতিনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। ২০০৭ সালে তিনি আরো কয়েকজনের সাথে মি. পুতিনকে একটি খোলা চিঠি লেখেন – যাতে তাকে সংবিধান লংঘন করে তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে থাকার আহ্বান জানানো হয়।

ওই একই বছর মিখালকভ পুতিনের ৫৫তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেন যা সেই দিনেই রাষ্ট্রীয় টিভিতে দেখানো হয়।

মি. মিখালকভ ১৯৯৭ সাল থেকে রাশিয়ার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ইউনিয়নের নেতা। তিনি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদক ও অনুদান পেয়েছেন। এর মধ্যে আছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া পিতৃভূমির শিল্পসংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য পুরস্কার। তা ছাড়া বার্নট বাই দ্য সান ছবিটির একটি দ্বিতীয় পর্ব নির্মাণের জন্যও তিনি ২০ লাখ ডলারের রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন পেয়েছেন।

ইউক্রেনে রাশিয়ার ২০২২ সালের অভিযানকেও সমর্থন দিয়েছেন মিখালকভ।

রুশ প্রেসিডেন্ট যেসব কথা বলে থাকেন – যেমন ইউক্রেন শাসন করছে একটি নাৎসী চক্র এবং ইউক্রেনীয় ভাষাটি হচ্ছে রাশিয়ার প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ – হুবহু এসব কথা মি. মিখালকভকেও আওড়াতে শোনা যায়।

ইউক্রেনে অভিযান শুরুর কয়েক মাস পরই মি. পুতিন ক্রেমলিনে এক অনুষ্ঠানে মিখালকভকে হিরো অব লেবার উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রেসিডেঃটকে ধন্যবাদ দিয়ে মি. মিখালকভ বলেন, ইউক্রেনে যে যুদ্ধ হচ্ছে তার মাধ্যমে সেখানে এক নতুন রাশিয়ার সূচনা হচ্ছে। ক্রেমলিনের প্রচারণা ছড়ানোর ক্ষেত্রে তার ভুমিকার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মিখালকভের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

অভিনেত্রী লিয়া আখেদঝাকোভার রাজনৈতিক মতাদর্শ একেবারেই ভিন্ন ধরনের। একারণে তার কেরিয়ারও ভিন্ন পথে এগিয়েছে।

তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন ১৯৭০এর দশকে। সেসময় কয়েকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সোভিয়েত সিনেমা – যেমন দি আয়রনি অব ফেট এবং অফিস রোমান্স এ তার ভুমিকার পাশাপাশি মস্কোর অন্যতম সেরা থিয়েটার সুভ্রেমেনিকে তার অনেকগুলো অভিনয় তাকে বিপুল খ্যাতি এনে দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর থেকে লিয়া তার রাজনৈতিক মতামত খোলাখুলি প্রকাশ করতে কখনোই কুণ্ঠিত হননি। তিনি প্রায়ই সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করতেন।

মস্কোতে ২০১৪ সালে এক সমাবেশে লিয়া ইউক্রেনের 'ইউরোময়দান' নামের বিক্ষোভের প্রশংসা করেন।

ওই বিক্ষোভের ফলে তৎকালীন রুশপন্থী ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতাচ্যূত হন এবং রাশিয়া প্রথমবার ইউক্রেনে অভিযান চালায়।

মস্কোর সেই সমাবেশে লিয়া আখেদঝাকোভা কিয়েভের নিহত গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভকারীদের প্রতি সম্মান জানাতে আহ্বান জানালে জনতা তার সমর্থনে শ্লোগান দিতে থাকে।

তবে সেই ঘটনার আট বছর পর যখন ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান চালালেন – তখন কিন্তু রাশিয়ায় এ ধরনের সমাবেশের কথা অকল্পনীয় হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু লিয়া আখেদঝাকোভা রুশ অভিযান শুরুর দিনেই স্বাধীন ডঝড টিভি চ্যানেলে তার সহশিল্পী ও বিশিষ্টজনদের প্রতি আহ্বান জানালেন এ যুদ্ধের বিরোধিতা করতে।

আমি সংস্কৃতি জগতের সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, মুখ খোলার সময় এসেছে। আমাদের কথা বলতেই হবে, কারণ আমরা আরেকটি সুযোগ আর পাবো না। একটি যুদ্ধ হচ্ছে, আর অসংখ্য মিথ্যার পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে – বলেন তিনি।

এ ঘটনার এক সপ্তাহ পার না হতেই – ডঝড টিভি তাদের কার্যক্রম বিদেশে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। এর কারণ ছিল ক্রমাগত কঠোর হতে থাকা সেন্সরশিপ এবং তাদের কর্মীদের ব্যাপারে উদ্বেগ।

এক বছর পর লিয়া আখেদঝাকোভা সুভ্রেমেনিক থিয়েটারে তার কাজটি হারান – যার সাথে তিনি ৪৫ বছর ধরে জড়িত ছিলেন।

আরেকটি ব্যাপারও স্টালিন যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়। সম্প্রতি একজন সরকারপন্থী কর্মী কৌঁসুলিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন – লিয়া আখেদঝাকোভা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন কিনা, তা যেন তারা যাচাই করে দেখেন।

পুনরায় বাংলা ভাষা কে বহাল করার দাবি নিয়ে মুখ্য মন্ত্রী কে ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে আবেদন দেওয়া হলো

জামশেদপুর : ২৪ শে এপ্রিল ২০২৩ সমাজ সেবী ও সাহিত্যিক সুনীল কুমার দের নেতৃত্বে মাতাজী আশ্রমের এক প্রতিনিধি দল ঝাড়খন্ডে পুনরায় সরকারী স্কুলে বাংলা ভাষা কে বহাল করার দাবি নিয়ে ও বাংলা পুস্তক অবিলম্বে ছাপানোর আর্জি নিয়ে ঝাড়খন্ডের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কে ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে একটি আবেদন দেওয়া হলো।অফিসে মাননীয়া ডেপুটি কমিশনার না থাকায় তাঁর নিজী সহায়ক মাননীয় আকাশ জী কে আবেদন পত্র দেওয়া হলো।আবেদনে বলা হয়েছে ঝাড়খন্ডের বুনিয়াদী ভাষা বাংলা যা সর্বাধিক মানুষের মাতৃভাষা। সেই বাংলা ভাষা কে সঠিক মান্যতা ও সম্মান দেওয়া হউক।এ ছাড়াও মাননীয়া ডেপুটি কমিশনার কে মাতাজী আশ্রমে বিগত ২০১৩ সাল থেকে হোটেল ও বিভিন্ন ঘরের দুর্গন্ধ যুক্ত জল প্রবেশ করে আশ্রম পরিবেশ কে দূষিত করছে তার নিদানের জন্য একটি স্মার পত্র দেওয়া হলো।এই ব্যাপারে মাতাজী আশ্রম কমিটি বিগত ১১ /২০২৩ একটি আবেদন পত্র দিয়েছিলো ডেপুটি কমিশনার জামশেদপুর কে যার এখনো পর্য্যন্ত কোনো শুনানি হয় নি। মাতাজী আশ্রমের পরিবেশ দিন প্রতিদিন দূষিত হচ্ছে যা খুবই চিন্তার বিষয়।আজকের প্রতিনিধি মণ্ডলে ছিলেন সুনীল কুমার দে,পূর্ব জিলা পরিষদ করুণাময় মণ্ডল,সমাজ সেবী দেবু গোপ,পল্লব দত্ত,পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য নারায়ণ বেসরা ও মুনিরাম বাস্কে।

বজ্রপাতে একদিনে ৯ জনের মৃত্যু, দেশের কোন কোন অঞ্চল বজ্রপাতের ঝুঁকিতে

ঢাকা (এজেন্সী) : বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছয়টি উপজেলায় বজ্রপাতে একদিনে নয় জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে আরও তিনজন। বজ্রপাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বেশ কয়েকটি অঞ্চলকে শনাক্ত করেছেন আবহাওয়াবিদরা। রোববার বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার, দুজন দোয়ারাবাজার ও একজন তাহিরপুর উপজেলার বাসিন্দা। বাকি তিন জনের মধ্যে দুজন মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। অপরজন নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বাসিন্দা। ওই ছয় উপজেলার পুলিশ হতাহতের এই খবর নিশ্চিত করেছেন। রোববার সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে ওইসব এলাকায় আকাশে মেঘ করে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির সঙ্গে আকস্মিক বজ্রপাত শুরু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, হাওরে এখন বোরো ধান কাটার মৌসুম চলছে। এ কারণে বৃষ্টির আগেই ফসল তুলতে ধান কাটা ও মাড়াই শুরু করেছেন কৃষকরা। তারা মূলত নিজ নিজ হাওর এলাকায় ধান কাটার সময় কিংবা গরু চরাতে গিয়ে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের অবস্থা শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছে পুলিশ। রোববার সকালে আবহাওয়া অধিদফতরের পক্ষ থেকে নদী বন্দরগুলোয় দুই নম্বর সতর্ক সংকেত দেয়া ছিল। সাধারণত মেঘ অনেক উঁচুতে অবস্থান করলে এবং ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেলে এই সতর্ক সংকেত দেয়া হয়। এ সময় বজ্রপাতের ঝুঁকিও থাকে। বাংলাদেশে এপ্রিল থেকে জুনের প্রথমভাগকে বজ্রপাতের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল। এর কারণ, বছরের এই সময়ে বাংলাদেশের আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত থাকে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে অনেক জলীয় বাষ্প তৈরি হয়। এ জলীয় বাষ্পই বজ্রপাতের প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে। জলীয় বাষ্প যতো বেশি হবে ততো বেশি বজ্র মেঘের সৃষ্টি হয় এবং ঘন ঘন বজ্রপাত দেখা দেয়। অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে এই প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর গবেষণা চালিয়েছে। তারা বলছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয় যার ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল থেকে জুন মাসে। আবহাওয়াবিদদের পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশে উত্তর, উত্তর পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে বেশি বজ্রপাতপ্রবণ। বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা বেশি ঘটে হাওর অঞ্চলে। কেননা এসব অঞ্চলে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। সে হিসেবে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট এবং সেইসাথে টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহকে বজ্রপাতের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল। তবে কোন অঞ্চলকেই বজ্রপাতের ঝুঁকির বাইরে বলা যাবে না বলে তিনি জানিয়েছেন। গবেষকদের মতে, তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ১০ থেকে ১২ শতাংশ বেড়ে যায়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর বজ্রপাতে ১৫০ থেকে ২০০ মানুষ মারা যায় যাদের বেশিরভাগই কৃষক। সেইসঙ্গে অনেক গবাদি পশুও মারা যায়। বার্ষিক প্রাণহানির এই সংখ্যার বিচারে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। মৃত্যুর সংখ্যা বিচার করে সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়া ভৌগলিক অবস্থানের কারণেও বাংলাদেশ বজ্রপাতের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে মত আবহাওয়াবিদদের। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাস আসে এবং উত্তরের হিমালয় থেকে আসে ঠাণ্ডা বাতাস। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণে বজ্র মেঘ তৈরি হয় এবং এসব মেঘের সাথে মেঘের ঘর্ষণে বজ্রপাত হয়। এ ব্যাপারে মি. নাজমুল বলেন, একদিকে অনেক গরম আবহাওয়া, অন্যদিকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকলে ভূপৃষ্ঠের গরম বাতাস ওই জলীয় বাষ্পকে উপরে ঠেলে দেয়। তখন এটি ওপরের শীতল বাতাসের সঙ্গে মিলে সঞ্চালিত মেঘমালা তৈরি করে। এই মেঘের ভেতরে অনেক চার্জ থাকে।